NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ওপারের বাঙালি হিন্দুদের রিফিউজি হওয়া আজও শেষ হল না!

কেজরিওয়ালের জেল হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করল আদালত ৭

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৪ ১১ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.8.2024, Vol.18, Issue No. 79 8 Pages, Price 3.00

চলল জলকামান ● ফাটল কাঁদানে গ্যাস ● আজ ১২ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ

নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার রাজপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ’-এর নবান্ন অভিযান ঘিরে তুলকালাম। অহিংস আন্দোলনের ডাক দেওয়া হলেও আন্দোলনকারী ও পুলিশের মধ্যে দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষে হিংসাত্মক রূপ নিল ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযান। যদিও নবান্ন অভিযানের ডাক ‘ছাত্র সমাজ’ দিলেও আরজি কর-কাণ্ডের বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছে মধ্যবয়সিদেরও। আন্দোলনকারীদের আটকাতে ব্যারিকেডের দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল নবান্নের নানা অভিমুখে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের ‘হামলায়’ ভাঙল সেই ব্যারিকেড। পালটা চলল জলকামান, ফাটল কাঁদানে গ্যাসের শেল। ছাত্র সমাজের রোষের মুখে মাথা ফাটল পুলিশের। কিন্তু তারই মধ্যে জাতীয় পতাকা হাতে ‘অরাজনৈতিক মিছিল’ বার বার পুলিশি প্রতিরোধ সামলে ‘বিচার চাইতে’ ও ‘মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ’-এর দাবিতে রাজ্যের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টারের প্রায় কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল। এককথায়, নবান্ন অভিযান ঘিরে পুলিশ-মিছিলকারীদের খণ্ডযুদ্ধে দিনভর তপ্ত থাকলো কলকাতা ও হাওড়া।

মঙ্গলবার জায়গায় জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে আন্দোলনকারীদের। বিক্ষুব্ধদের ঠেকাতে চলেছে লাঠি থেকে কাঁদানে গ্যাস, জলকামান। পুলিশকে লক্ষ্য করে পালটা ইট ও পাথর ছোড়া হয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়ে যেমন লাঠির ঘায়ে জখম হয়েছেন আন্দোলনকারীরা তেমনি তাদের ছোঁড়া ইটের ঘায়ে জখম হয়েছেন পুলিশ কর্মীরাও। বাবুঘাট, হাওড়া ময়দানে পুলিশকে ঘিরে ধরে গণপিটুনি দেওয়ার ছবিও দেখা গিয়েছে। জল কামানের তোড়ে, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় আর পুলিশের তাড়া খেয়ে আন্দোলনকারীরা পিছিয়ে গিয়েছেন বার বার। ফের এগিয়ে গিয়েছেন ব্যারিকেড লক্ষ্য করে। রীতিমতো গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় পুলিশের ওপর হামলা করতে দেখা গিয়েছে আন্দোলনকারীদের। বড় রাস্তার পাশাপাশি কলকাতা ও হাওড়ায় বিভিন্ন অলি-গলি থেকে ছোট ছোট মিছিল করে নবান্নের দিকে এগিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন আন্দোলনকারিরা। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই অবস্থা চলে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে চলে ব্যাপক ধরপাকড়। বিকেলে সর্বত্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও ধর্মতলা, সাঁতরাগাছি ও হাওড়া ময়দান এলাকায় অবরোধ চলে দীর্ঘক্ষণ। বাবুঘাটে বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে জমায়েত সরানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে আরেক দফা সংঘর্ষ বাঁধে। সেখানে পুলিশ লেখা একটি মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। ছাত্র সমাজের ব্যানারে নবান্ন অভিযানের ডাক দিলেও আসলে যে এই আন্দোলনের পিছনে গেরুয়া শিবির রয়েছে তা স্পষ্ট বলে দাবি তৃণমূলের। নবান্নে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘সবাই বুঝতে পারছেন ছাত্র সমাজের নামে এদিন বিজেপি নতুন করে বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল। পুলিশ আক্রান্ত হলেও ধৈর্যচ্যুত হয়নি।’ তিনি বলেন, ‘ওদের অবশ্য একটা চাহিদা ছিল, জীবন্ত লাশ! একটা বডি চাই, কিন্তু সেটা হল না। কারণ পুলিশ ওদের প্ররোচনায় পা দেয়নি। তাহলে কী করতে হবে? আরেকটা অরাজকতা। সেজন্যই আগামীকাল বিজেপি বন্‌ধ ডেকেছে।’ এরপরই বন্‌ধ ব্যর্থ করার আহ্বান জানিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, বাংলায় বন্‌ধের রাজনীতি চলে না। ২০১১ সালের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বাংলায় আর বন্‌ধ হয় না।

আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে দোষীদের কঠোরত শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে এদিন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের তরফে নবান্ন অবিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলায় নতুন করে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল বিজেপি।

প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশে আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। ওই প্রসঙ্গ টেনে চন্দ্রিমা বলেন, ‘কিছু বলার থাকলে সিবিআইয়ের কাছে যান। আসলে, কিছু বলার তো নেই। তাই বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা।’

‘নবান্ন অভিযান ছাত্র আন্দোলন হতেই পারে না’

জানাল পুলিশ, গ্রেপ্তার মোট ২২০, আটক বহু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ’-এর নবান্ন অভিযান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ২২০ জনকে। আটক করা হয়েছে অনেককে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে নবান্ন অভিযানকে ‘বেলাগাম, বিশৃঙ্খল তাণ্ডব’ বলে অভিহিত করল পুলিশ।

লাগাতার প্ররোচনা এবং ক্রমাগত হামলার মুখোমুখি হয়েও নবান্ন অভিযানে সংযত থেকেছে পুলিশ। আর এভাবেই আরো বড়সড় অশান্তির ছক ভেস্তে দেওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ছাত্র সমাজের ব্যানারের আড়ালে অস্ত্র, বোমা, গুলি নিয়ে অশান্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল নবান্ন অভিযানে। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তবে আগাম খবর থাকায় ২৫ জনকে দুষ্কৃতীকে অস্ত্রশস্ত্র- সহ আগেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যে কারণে আরো বড় হিংসা বা প্রাণহানি রোখা গিয়েছে। তবে তা হলেও বিনা প্ররোচনায় দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া তাণ্ডব চলেছে কলকাতা ও হাওড়াতে। আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করে ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। লাঠি, বোমা, ইট নিয়ে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুষ্কৃতীরা। বহু সংখ্যক পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন। তবে রক্তাক্ত হয়েও পুলিশ ধৈর্য হারায়নি বলে তাঁর দাবি। এদিকে এদিনের হামলায় যুক্ত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ বলেন, যেভাবে পুলিশকে মারা হয়েছে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে তা দেখে স্পষ্ট, কোনও প্রকৃত ছাত্র এধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না। নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক শক্তির প্ররোচনাতেই এই তাণ্ডব চলেছে বলে মনে করেন তিনি। হাওড়া ব্রিজে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, এদিনের হামলায় যেসব পুলিশ কর্মীরা জখম হয়েছেন তাদের অধিকাংশই কনস্টেবল, হোম গার্ডের মতো নিচুতলার পুলিশ কর্মী। এদিকে বুধবারে বিজেপির ডাকা বন্‌ধ প্রসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে এই বন্‌ধ সম্পূর্ণ বেআইনি। প্রশাসনের তরফে জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে সবরকম ব্যবস্থা রাখা হবে।

বিজেপির ডাকা বন্‌ধ বেআইনি, কড়া বার্তা দিল রাজ্য প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির ডাকা বাংলা বন্‌ধ পালন করতে নিষেধ করল নবান্ন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট বার্তায় বাংলার জনগণকে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন বন্‌ধ পালন না করেন। তাঁরা যেন জনজীবন স্বাভাবিক রাখেন। এমনকি, সরকারি কর্মচারীদেরও নবান্নের নির্দেশ, ‘দপ্তরে নিয়মমাফিক হাজিরা দেবেন।’ এ ছাড়া পুজোর বিকিকিনি চলছে যে সমস্ত দোকান-বাজারে, সেই সমস্ত দোকানপাটও খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। বেসরকারি পরিবহণ সংগঠনগুলিকে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বলা হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছে, এর জন্য কোনওরকম ক্ষতি যদি হয়, তবে সেই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেবে স্বয়ং সরকার। একই সঙ্গে নবান্ন জানিয়েছে, তারা সমস্ত পরিববহণের স্বাভাবিক চলাচল বজায় রাখার জন্যও আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের পরেই বিজেপির তরফে বুধবার ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ পালনের ডাক দেওয়া হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদেই ওই বন্‌ধ পালন করা হবে। সেই ঘোষণার আধ ঘণ্টার মধ্যেই নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে সরকারি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরজি করের ঘটনা এবং তার পরবর্তী আন্দোলনের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, ‘তদন্ত চাওয়ার এবং সুবিচার চাওয়ার দায়িত্ব ও অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু মঙ্গলবার মহানগরকে এবং তার পর বুধবার বাংলাকে স্তব্ধ করার যে প্রয়াস হল এবং হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, পরীক্ষা আছে এবং চলছে। শারদোৎসবের বেচাকেনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ী , কর্মজীবী, পেশাজীবী, বৃত্তিজীবী বৃহৎ সংখ্যক মানুষের ভবিষ্যৎ এতে বিপন্ন হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সহ সমস্ত আপৎকালীন পরিষেবা বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাচ্ছে বুধবারের প্রস্তাবিত বন্‌ধকে মেনে নেওয়া হবে না। সকলের কাছে অনুরোধ এই বন্‌ধে অংশ নেবেন না।’ এ ব্যাপারে সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সরকারের বিশেষ নির্দেশও ঘোষণা করে আলাপন বলেন, ‘অফিস-কাছারিতে অবশ্যই স্বাভাবিক ভাবে আসবেন।’

বিজেপির ডাকা বন্‌ধকে ‘চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ’ বলে মন্তব্য করে আলাপন বলেন, ‘মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের কথা অনেকেই জানেন। সাধারণভাবে, এই ধরনের অচলাবস্থা জোর করে সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের নানা নির্দেশ আছে। বন্‌ধ তথা আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রাকে সহসা জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিচারবিভাগের নির্দেশ মান্য। তাই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বুধবার স্বাভাবিক জনজীবন চালু রাখা হবে।’ এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনগুলিকেও বুধবার যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বলা হয়েছে নবান্নের তরফে। আলাপন জানিয়েছেন, বুধবার সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বাংলাকে সচল রাখাই হবে সরকারের লক্ষ্য।

একই সঙ্গে নবান্ন অভিযান নিয়েও বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্ন জানিয়েছে, বাংলা সৌজন্য এবং সহাবস্থানের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। সোমবার রাজ্যপুলিশ সেই সৌজন্য বজায় রেখেছে। শান্ত থেকেছে। সেই সৌজন্য এর পরেও বজায় থাকবে। রাজ্যের মানুষের কাছে সরকারের আবেদন, ‘তাঁরা যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেন।’

সন্দীপের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি মামলার পথে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআইয়ের পর এবার ইডি। জোড়া ফলার মুখে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, সন্দীপের বিরুদ্ধে ইসিআইআর করতে চলেছে আরেক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের এফআইআরের ভিত্তিতেই তাদের মামলা। খুব শিগগিরই ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে চলেছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। ইতিমধ্যে টানা ১০ দিন ধরে আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলায় তাঁকে সিবিআইয়ের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এছাড়া গত রবিবার আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তাঁর বাড়ি গিয়েও তল্লাশি চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। এবার ইডির পালা। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ, খুনের মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ার পর তাঁর আমলে হাসপাতালের অন্যান্য আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টিও সামনে আসে। সেই দুর্নীতির তদন্তে প্রথমে সিট গড়েছিল রাজ্য। তদন্তও শুরু হয়। এর মাঝেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরই প্রাক্তন সহকর্মী আখতার আলি। তিনি ওই হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার।

বন্‌ধের বিরোধিতা করে আক্রমণ চন্দ্রিমা-ব্রাত্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চেয়ে নবান্ন অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকে সেই অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার। লাঠিচার্জ করে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। পুলিশি ‘আক্রমণের’ বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বুধবার ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে বিজেপি। আর এই বন্‌ধের বিরোধিতা করে সরব হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য প্রশাসনের তরফে বন্‌ধের বিরোধিতা করা হল। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসুরা বন্‌ধের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা, ব্রাত্য বসু ছাড়াও আরও দুই মন্ত্রী ছিলেন। ইন্দ্রনীল সেন ও অরূপ বিশ্বাস। এদিন নবান্ন অভিযান নিয়ে আন্দলনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘একটা অরাজক ব্যবস্থা তৈরির জন্য অনেক প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল। কর্মসূচির নামে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হয়েছে। ছাত্র সমাজের নামে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখে। পুলিশকে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করা হয়েছে। ইট ছোড়া হয়েছে। পুলিশ ধৈর্য হারায়নি। পুলিশ ওদের প্ররোচনায় পা দেয়নি। সেজন্যই আরও একটা অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করতে বন্‌ধ ডাকা হল।’ বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘কীসের জন্য এই বন্‌ধের ডাক, তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে। আজকের আন্দোলনের উদ্দেশ্যও সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছিল।’ বন্‌ধের প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করে চন্দ্রিমা বলেন, ‘বন্‌ধের প্রভাব পড়বে না জনজীবনে। রাস্তায় বাস-গাড়ি অন্যদিনের মতোই থাকবে। বাংলার মানুষ এই বন্‌ধকে সমর্থন করবেন না। রাজনীতি করে বাংলাকে অশান্ত করা যাবে না।’ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রেলকে আবেদন জানান চন্দ্রিমা।

এদিনের নবান্ন অভিযান নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘ছাত্রদের নামে বেশিরভাগ গুন্ডা ওই আন্দোলনে ছিলেন। ছাত্র প্রায় ছিল না বললেই চলে। আমরা সবাই আরজি করের ঘটনায় বিচার চাইছি। সেই সবকে তোয়াক্কা না করে ওরা চেয়েছিল আজকের অভিযানে লাশ পড়ুক।’

আজ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। মেয়ো রোডে সভা রয়েছে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের। সেই সভায় প্রধান বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত বন্‌ধ ডেকেছে বিজেপি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকে তাকিয়ে সবাই।

নবান্ন অভিযানে পুলিশি ‘সন্ত্রাসের’ অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র সমাজের পাশে দাঁড়াতে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাংলা বন্‌ধের কথা ঘোষণা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, বুধবার সকাল ছ’টা থেকে সন্ধ্যা ছ’টা পর্যন্ত চলবে ‘সাধারণ ধর্মঘট’। প্রত্যাশিত ভাবেই এই বন্‌ধের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, ‘এটা বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। কোনও ফাঁদে পা দেবেন না। আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গের বুকে কোনও বাংলা বন্‌ধ হবে না। জনজীবন স্বাভাবিক থাকবে। বিজেপির ডাকা বাংলা বন্‌ধ ব্যর্থ করুন।’ মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে আন্দোলনকারী ‘ছাত্র’দের বিক্ষোভে লাঠি চালায় পুলিশ। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস, জলকামান। এর পরেই সরাসরি ‘ছাত্র সমাজ’-এর পাশে দাঁড়িয়েছে বঙ্গ বিজেপি। ছাত্র-জনতার ‘শান্তিপূর্ণ’ মিছিলে পুলিশের ‘দমনপীড়ন’-এর প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টা বন্‌ধ পালনের ডাক দিয়েছে তারা। মঙ্গলবার দুপুরের সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত বলেন, ‘আগামী পরশু থেকে আমরা ধর্না শুরু করব। এ ছাড়াও ছাত্রসমাজকে সব রকম আইনি এবং মেডিক্যাল সাহায্য দেওয়ার জন্য আজ থেকে পুনরায় হেল্পলাইন নম্বর চালু করছি আমরা। এখানে ফোন করে আপনারা আইনি সহায়তা কিংবা পরামর্শ চাইতে পারেন। আসুন, আগামী ৩০ অগস্ট আমাদের মহিলা মোর্চার ডাকে সকল মহিলা, সকল মানুষ পথে নামুন। এই আন্দোলন বিজেপির নয়, এটা সমাজের আন্দোলন।’ প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরেও নবান্ন অভিযান নিয়ে মুখ খোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘বহু জায়গা থেকে অত্যাচারের খবর আসছে।’ রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দমনপীড়ন না চালানোর আর্জিও জানান তিনি। অন্যথায়, বুধবার ‘রাজ্য স্তব্ধ করে দেওয়ার’ হুঁশিয়ারিও দেন বিরোধী দলনেতা।

বিজেপির লালবাজার অভিযানে কাঁদানে গ্যাসে অসুস্থ সুকান্ত, ছত্রভঙ্গ বাকিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে আটক বহু। ধৃতদের মুক্তির দাবিতে এবার লালবাজার অভিযানে বিজেপি। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাদাঁনে গ্যাস ছুঁড়তে হয় পুলিশকে। ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন সুকান্ত মজুমদার। মুক্তির জন্য পুলিশকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময় দেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই সময়সীমা শেষ হতেই শুরু হয় বিজেপির লালবাজার অভিযান। সুকান্ত তো বটেই, মিছিলে ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ-সহ দলের অন্য নেতারা। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৪৬ নং এফিডেভিট বলে Sanjit Kumar Maulick S/o. Madan Mohan Maulick ও Sanjit Mallick S/o. Lt. M. M. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬০১ নং এফিডেভিট বলে Jahar Kole S/o. Krishna Chandra Kole ও Jahar Koley S/o. K. C. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯২৭ নং এফিডেভিট বলে Sk Jahangir Ali S/o. Sk. Sekender Ali ও Shekh Jahangir S/o. Shekh Sikander সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৬০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sisir Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Pal ও P. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮৭৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Amzad Ali S/o. Md. Ahammad Ali (old name) R/o. Purusottampur, Pandua, Hooghly–712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Amjad Ali S/o. Md. Ahamad Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md. Amzad Ali S/o. Md. Ahammad Ali & Md. Amjad Ali S/o. Md. Ahamad Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৪৭ নং এফিডেভিট বলে Sudipta Majumder S/o. Pradip Majumder ও Sh Sudipta Majumder S/o. Sh. P. Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৮ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Mitra S/o. Rakhal Chandra Mitra ও Tapan Kr. Mitra S/o. Lt. R. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৩২ নং এফিডেভিট বলে Kuntal Roy S/o. Tapan Kumar Roy ও Kuntal Kr Roy S/o. T. K. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৯৯ নং এফিডেভিট বলে Sekh Asraf Ali S/o. Sekh Mahammad Ali ও Sk Asraf Ali S/o. Sk. M Uddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

বীমাকারীর (আসুরা বেওয়া) ৫০৫৫৫৫৭৬০ নং পলিসিতে পুত্র হিসাবে আমার ডাকনাম রিপন মোল্লা নমিনী হিসাবে নথিভুক্ত আছে। ২০-০৬-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি রফিকুল ইসলাম নামে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, Md Ajbar Mondal @ Abdul Rejjak S/O Lt. Abdul Jubbar Mondal residing at Vill - Radhakantpur, P.O. - Par Raghunathpur P.S. - Domkal, Dist - Msd. WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Executive Magistrate, Domkal, SDEM, Murshidabad dated 13.08.2024 that my name has been noted as Md Ajbar Mondal @ Abdul Rajjak S/O Abdul Jubbar Mondal in my land deed and it is recorded in my Aadhar card but my name has been noted as Ajbar Saikh S/O Jubbar Saikh in my EPIC. Md Ajbar Mondal @ Abdul Rajjak & Ajbar Saikh is one and same person. My father Abdul Jubbar Mondal and Jubbar Saikh is one and same person.

বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অধীন ৯৭ নং সোম্দা মৌজাস্থিত আর.এস ও এল. আর ১০১ নং দাগের ভূ-সম্পত্তি যাহা আমরা অত্র দলিলের দাতা-দাত্রীগন আমাদের পূর্বাধিকারী অধুনা মৃত নীলমাধব ঘোষ বিগত দিনে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া এল.আর জরিপে ৮০০৮ নং খতিয়ানে আমরা শ্রীমত্তা আরতী ঘোষ, স্বামী ˚নীলমাধব ঘোষ, শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ, শ্রী তীর্থঙ্কর ঘোষ উভয়ের পিতা ˚নীলমাধব ঘোষ। ঘূর্নী গাঙ্গুলী পাড়া লেন, পোঃ- ঘূর্নী, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া পিন-৭৪১১০৩ গত ১১.১২.২০২৩ তারিখে I-12085/2023 আমমোক্তার দলীল মূলে শ্রী বিকাশ কর্মকার, পিতা- ˚সুরেশ কর্মকার, ঘূর্নী নিকারী পাড়া লেন, পোঃ-ঘূর্নী থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া পিন-৭৪১১০৩ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী ডলি মাহাত, স্বামী- শ্রী অরুন কুমার মাহাত, সাং ও পোঃ- শিলদা, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৫১৫, ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত শিলদা মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ৩০৫, হাল খতিয়ান নম্বর-১৯৮০, ১৯৭৭, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯, হাল দাগ নম্বর ৬৪০ মধ্যে ০৮ ডেসিমেল ধানী চাহারাম শ্রেণীভুক্ত ভূমি মালিকপক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (Deed No. 1-1066/23, dated 12/07/2023 of A.D.S.R., Silda) শ্রী উত্তম কুমার দত্ত, পিতা- ভবতারন দত্ত, সাং ও পোঃ- শিলদা, থানা, বিনপুর, জেলা, ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে গত ইংরেজী ০৪/০৩/২০২৪ তারিখ A.D.S.R., Silda রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত I-347/24 নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন।

উক্ত ভূ-সম্পত্তি আমার মক্কেলের খরিদা বিষয়ে বা মালিকপক্ষের নিযুক্ত আমমোক্তার দ্বারা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার পর আগামী ০১ (এক) মাস মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সহ আমার উক্ত মক্কেল বরাবর জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন। উক্ত তারিখের পরবর্তী কোন আপত্তি ধার্য্য হইবে না।

নিবেদন ইতি
YOGAJIVAN MAHATA
Advocate
Jhargram Judge's Court, Jhargram
Enrolment No F/1695/2014

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা মাহাত, স্বামী- শ্রী ক্ষিতিমোহন মাহাত, সাং ও পোঃ- শিলদা, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৫১৫, ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত শিলদা মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ৩০৫, হাল খতিয়ান নম্বর-১৯৮০, ১৯৭৭, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯, হাল দাগ নম্বর-৬৩৯ মধ্যে ৪.০৬ ডেসিমেল ধানী চাহারাম শ্রেণীভুক্ত ভূমি মালিকপক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (Deed No. 1-1066/23, dated 12/07/2023 of A.D.S.R., Silda) শ্রী উত্তম কুমার দত্ত, পিতা-ভবতারন দত্ত, সাং ও পোঃ, শিলদা, থানা, বিনপুর, জেলা, ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে গত ইংরেজী ০৪/০৩/২০২৪ তারিখ A.D.S.R., Silda রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত I-346/24 নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি আমার মক্কেলের খরিদা বিষয়ে বা মালিকপক্ষের নিযুক্ত আমমোক্তার দ্বারা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার পর ০১ (এক) মাস মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সহ আমার উক্ত মক্কেল বরাবর জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন।উক্ত তারিখের পরবর্তী কোন আপত্তি ধার্য্য হইবে না।

নিবেদন ইতি
YOGAJIVAN MAHATA
Advocate
Jhargram Judge's Court, Jhargram
Enrolment No F/1695/2014

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা- হুগলী চুঁচুড়াস্থিত মাননীয় জেলা জজ আদালত ।
ম্যাট্রিমোনিয়াল মোকর্দ্দমা নং- ১৫৮/২০১২
শ্রীমতি সুষমা পাল মিস্ত্রী.....দরখাস্তকারী
(বনাম)
শ্রী সুজিত মিস্ত্রী...............রেস্পনডেন্ট

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী সুষমা পাল মিস্ত্রী তাহার স্বামী শ্রী সুজিত মিস্ত্রী, পিতা- ˚প্রফুল্ল মিস্ত্রী, সাং- রবীন্দ্রনগর, পশ্চিমপাড়া থানা-চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৩, - এর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমায় আইন মোতাবেক একতরফা আদেশ প্রচারিত হইবে এবং যথাবিহিত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে-
স্বাগতা চক্রবর্ত্তী (উকিলবাবু)
হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী

E-TENDER

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 07/CFC UNTIED/2024-25,** Last date of submission **04.09.2024 up to 2p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram
Panchayat.**

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)জয়ন্ত সমাদ্দার ২)অশেষ কুমার সমাদ্দার ওরফে অশেষ সমাদ্দার উভয়ের পিতা বিশ্বনাথ সমাদ্দার সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ বিগত ইং- 22/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে I-0791/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সুশান্ত হালদার** পিতা ক্ষীরোদ হালদার সাকিম- গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 12/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4311/2024 নং দলিল মূলে **বিনা গোলদার** স্বামী নিতাই গোলদার সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, জে.এল. নং 53, হাল 786 ও 787 খতিয়ানে, সাবেক 1689 তথা হাল 1912 দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় 19 শতকের মধ্যে 14 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 2.55 শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **বিনা গোলদার** স্বামী নিতাই গোলদার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সুশান্ত হালদার**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

সোমজান আলি ওরফে সেখ সোমজান আলি পিতা মরহুম তহিদর রহমান সাকিম সর্বমঙ্গলা, হরালদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪ বিগত ইং- 22/03/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-2679/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ ইসমাইল** পিতা সোমজান আলি ওরফে সেখ সোমজান আলি সাকিম- সর্বমঙ্গলা, হরালদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 26/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3220/2024 নং দলিল মূলে **তোহুরা বিবি** স্বামী সেখ সোমজান আলি সাকিম সর্বমঙ্গলা, হরালদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা সর্বমঙ্গলা, জে.এল. নং 73, হাল 143 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 162 দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় 27 শতকের মধ্যে 03 শতক ততসহ 450 বর্গফুটের একতলা পাকা গৃহাদি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **তোহুরা বিবি** স্বামী সেখ সোমজান আলি উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ ইসমাইল**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে আগষ্ট। বুধবার। ১২ ই ভাদ্র। দশমী তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভ কাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দূর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : বুধবার। অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্য করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : বুধবার। রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : বুধবার আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাষরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : বুধবার ।বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নবান্নের দুয়ারে আন্দোলনকারীরা, হিমশিম খেলো পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বাঁধল হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা রুখতে লাঠি চালায় পুলিশ। ছোড়া হয় জলকামান। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়েন আন্দোলনকারীরা। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে এক পুলিশকর্মীর। মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযানকে ঘিরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নবান্নের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় বিক্ষোভ। 'ছাত্র সমাজ'-এর আন্দোলন ঠেকাতে হিমশিম খেতে হল পুলিশকে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান চালায় পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে ইটবৃষ্টি। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে মাথা ফাটে এক পুলিশ কর্মীর। আহত আরও এক পুলিশকর্মীকে গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বেশকয়েকজন পুলিশকর্মী-সহ আন্দোলনকারীদের অনেকেই আহত হয়েছেন।

সাঁতরাগাছির পাশাপাশি ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা শুরু হয় হাওড়ার মল্লিক ফটকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানেও জলকামান ছোড়ে পুলিশ। ফাটানো হয় টিয়ার গ্যাসের শেল। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে চলে ব্যাপক লাঠিচার্জ। আন্দোলনকারীদের লাঠিচার্জ করতে করতে মেট্রোর কাছাকাছি নিয়ে যায় পুলিশ। যদিও আন্দোলনকারীরা ফের পুলিশের দিকে এগিয়ে আসে এবং ইটবৃষ্টি শুরু করে। সাঁতরাগাছি রেলস্টেশনেও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে দেখা যায় ।

আন্দোলনকারীরা জনসমুদ্রের আকার ধারণ করে রামকৃষ্ণপুর ঘাটের কাছে। একাধিক আন্দোলনকারীদের আটক করেছে পুলিশ। আন্দোলনকারীরা বসে পড়ে স্লোগান দিচ্ছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সরে যাওয়ার জন্য মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে। যদিও পুলিশের মাইকিং অগ্রাহ্য করেই আন্দোলনকারীরা পুলিশের সামনে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন। স্লোগান চলছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। পুলিশের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ক্রমে ঝাঁঝ বাড়তে থাকে আন্দোলনের। সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়া ব্রিজ, একের পর এক আসতে থাকে মিছিল। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর ডাকে অভিযান ঘিরে নবান্নকে আজ কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয় । কলকাতা থেকে হাওড়া, দিকে দিকে দেওয়া হয় ব্যারিকেড। শুধু তাই নয়, নজিরবিহীনভাবে মিছিল আটকাতে এজেসি বোস রোডের দুটি দিকেই নামানো হয় কন্টেনার। নবান্নমুখী একের পর এক রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় । এজেসি বোস রোডও বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটা সময়ের পর সাঁতরাগাছিতে ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু সরকারি বাসকে ছাড় দিয়েছিল পুলিশ। আপাতত গোটা রাস্তাই বন্ধ।

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান করে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে নবান্নের দিকে এগিয়ে আসে মিছিল। এদিন আন্দোলনকারীরা হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে নবান্ন যাওয়ার রাস্তায় ভেঙে ফেলেন একের পর এক ব্যারিকেড।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মানব বন্ধন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন।

চাষির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চাষের জমির ডোবা থেকে এক চাষির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। নদিয়ার শান্তিপুর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের চর সরাগর এলাকার ঘটনা। জানা যায়, মৃত চাষীর নাম পল্লব বিশ্বাস, বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর।

প্রতিবেশীদের দাবি, ওই চাষির বাড়ির পাশে রয়েছে চাষের জমি সেখানে ডোবা থাকার কারণে তিনি পাট জাগ দিয়েছিলেন। সোমবার বিকেলে সেই পাট দেখতে যান তিনি, যদিও সেই সময় ভারী বৃষ্টি পড়ছিল, বেশ কয়েক ঘণ্টা বাড়িতে না ফিরে আসায় পরিবার ও প্রতিবেশীরা খোঁজখবর শুরু করেন, এরপর চাষের জমির ডোবায় গিয়ে দেখে, ওই চাষি মুখ থুবড়ে ভেসে রয়েছেন। ডোবা থেকে তুলে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। যদিও চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড়ের রেল কলোনি নতুন পাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম শশী শর্মা। ৩৮ বছর বয়সী শশী শর্মাকে মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে। কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন শশী শর্মার সাথে পরিবারের সকলের অশান্তি লেগেই থাকত।

গ্রিন লাইন-২ এর যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোর গ্রিন লাইন-২ এর সুবিধা নিচ্ছেন যাত্রীরা। যবে থেকে গঙ্গাবক্ষের নিচ দিয়ে মেট্রোর লাইন গিয়েছে তবে থেকেই মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে এই লাইনে। মঙ্গলবার ছিল নবান্ন অভিযান। গন্ডোগোলের আশঙ্কা ছিলই। ছিল ইউজিসি নেট পরীক্ষাও। তাই ২৭ অগস্ট এই লাইনে সর্বাধিক যাত্রী ভিড় হয়েছে বলে জানালো মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার প্রায় ৪৭ হাজার যাত্রী কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইন-২-এ ভ্রমণ করেছেন। এই করিডোরের হাওড়া ময়দান এবং হাওড়া স্টেশনগুলিতে সর্বাধিক ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনিতেও বেশি সংখ্যক যাত্রী মেট্রোতে এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দানের মধ্যে ভ্রমণ করতে পছন্দ করছেন। মঙ্গলবার হাওড়ায় একটি বড় সমাবেশের কথা মাথায় রেখে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মসৃণ মেট্রো পরিষেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। গ্রিন-লাইন ২-এ পরিষেবাগুলি সকাল ৭ টায় শুরু হয়। এদিন যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্টেশনে অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা হয়েছিল এবং অতিরিক্ত কর্মীও মোতায়েন করা হয়েছিল। যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত অপারেটিং অফিসার, ইন্সপেক্টর এবং আরপিএফ আধিকারিকদেরও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছিল। সকাল থেকে মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। সারাদিন পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে চালিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। সমস্ত আধিকারিক, কর্মচারী, স্টেশন স্টাফ, আরপিএফ কর্মীরা সকাল থেকেই দক্ষতার সাথে এত বিশাল ভিড় সামলাতে কাজ করেছেন।

মারমুখী জনতার মধ্যে অসহায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়া ব্রিজ সহ সাঁতরাগাছি এলাকা। শুরু থেকেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর বিনা প্ররোচনাতে লাঠি চার্জ থেকে শুরু করে জল কামান ছোঁড়ে। বাদ যায়নি কাঁদানে গ্যাসের শেল। পুলিশের লাঠি চার্জে ২৪-২৬ জন আন্দোলনকারী আহত হয়েছে এমনটাই দাবি জানান যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের নেতৃত্ব। যদিও দুপুর পেরোনোর মুখে হাওড়ার মল্লিক ফটকে ঘটল উল্টো চিত্র। মল্লিক ফটক থেকে লাঠি চার্জ করে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের হঠিয়ে দেওয়ার পর পাল্টা তেড়ে আসে আন্দোলনকারীরা। সেখানে পুলিশকে তাড়া করে আন্দোলনকারীরা। আচমকা হামলাতে বিভ্রান্ত হয়ে পুলিশ আধিকারিকরা ছুটে পালাতে গিয়ে একজন পুলিশ আধিকারিক আন্দোলনকারীদের নাগালে চলে আসে। রাস্তাতেই তাকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করেন পুলিশের ভূমিকাতে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা। এরপর অন্যান্যরা ছুটে এসে সেই পুলিশ অধিকারিককে ঘটনাস্থল থেকে কোনোক্রমে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

মুক্তি পাচ্ছে বাংলা সিনেমা 'শেষ জীবন'

নিজস্ব প্রতিবেন: মুক্তি পেতে চলেছে আইলিড প্রেসেন্টস-এর ব্যানারে প্রযোজিত 'শেষ জীবন'। দাদু এবং তাঁর নাতনির মধ্যে সম্পর্ককে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কলকাতার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে এই বাংলা ছবিতে। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ৩০শে অগস্ট। দাদু বিক্রম রাঠোর এবং তাঁর নাতনি কাব্যর কাহিনী তুলে ধরে, যারা জয়পুর থেকে দার্জিলিংয়ে চলে আসে। কাব্য একটি চা কোম্পানিতে কুলজিৎ সিং সিধুর সাথে দেখা করেন এবং তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে তার ক্যান্সার হয়েছে। ছবিটি কাব্যের সীমিত জীবনে তার ইচ্ছাগুলি পূরণ করার যাত্রা অনুসরণ করে। ছবির অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রদীপ চোপড়া, মুকেশ ঋষি, জরিনা ওয়াহাব, মুশতাক খান, পুনিত রাজ শর্মা এবং কাব্য কাশ্যপ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুভেন্দু রাজ ঘোষ এবং প্রযোজক প্রদীপ চোপড়া। ছবির সঙ্গীত, যা জি মিউজিক কোম্পানির দ্বারা মুক্তি পেয়েছে। 'শেষ জীবন' ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের ৬০টি থিয়েটারে রিলিজ হবে। ভারতের ২০টি থিয়েটারেও রিলিজ হবে বলে জানা গিয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৪ ১১ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার

অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নির্বাচনের দাবির পক্ষে সওয়াল শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। তাদের বাইরে থেকে সমর্থন জানানোর কথা আগেই বলেছিলেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। এবার সরাসরি আইনি সাহায্যের কথাও জানান তিনি। একই সঙ্গে মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেন, যদি আন্দোলনকারীদের মারধর করা হয়, তবে তিনি পথে নামবেন। দরকার হলে অবরোধ করবেন। অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নির্বাচনের দাবির পক্ষে জোর সওয়াল করেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, 'যেভাবে আমাদের ডাক্তার বোনের উপর অত্যাচার হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সফল কার্যক্রম। কিন্তু, পুলিশের উস্কানি ছিল। প্রচুর মানুষকে মারধর করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলিশকে অসহায় করে দিয়েছেন। ছাত্র সমাজের ডাকে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছেন। সরাসরি এখানে রাজনৈতিক দলের যোগ ছিল না। পুলিশের জল কামানের জল শেষ। টিয়ার গ্যাসের গ্যাস শেষ। অসহায় অবস্থা পুলিশের। কোথাও জনতা কন্ট্রোল করতে পুলিশ পারেনি।' এরই পাশাপাশি তিনি সাঁতরাগাছিতে থাকা জনতার উদ্দেশ্যে বার্তা দেন, 'সাধারণ নিচের তলার পুলিশের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। তাঁদেরও স্ত্রী আছে, মা আছে, বোন আছে। আমরা চাই না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজীব কুমারদের ভুল পলিসির জন্য তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।'

সঙ্গে এও বলেন, 'সাঁতরাগাছিতে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিলেন। আমি ফোন করে তাঁদের শান্ত থাকার কথা বলেছি। হাওড়া ময়দানে পুলিশ-জনতা খ ণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আপনাদের কন্টেনার ভেঙে দিয়েছে। ব্রিজ টপকালে নবান্ন। পুলিশকে বলব, মারধর করা বন্ধ করুন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে নির্বাচন হোক এবং সরকার পরিবর্তন হোক। এটাই আমরা চাই।' এরই পাশাপাশি শুভেন্দুকে এও বলতে শোনা যায়, 'এই কর্মসূচি মানুষের। ছাত্র সমাজ চেয়েছিল মিছিলে যাতে কোনও রাজনৈতিক নেতা না-থাকেন, সেটা আমরা করেছি। আমরা না-থেকেও সমর্থন করেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করুন। রাজ্যপালকে বলব, আপনি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করুন। সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ করুন। বিদ্যুতের বিল-সহ কিছু দেবেন না। আমি নিজেও অসহযোগের আহ্বান করব। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।'

তবে শুভেন্দুর গলায় বারবার সেই একই কথা ঘুরে ফিরে আসে এদিন। 'আমি অনুরোধ করছি। বাকিটা আমরা দেখছি। আমরা মমতার পদত্যাগ চাই। এই আন্দোলন একদিনের নয়। কর্মসূচি আরও হবেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগে বাধ্য করব। এবং পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হোক আমরা চাইব।' সঙ্গে পুলিশের উদ্দেশ্যে বার্তা, 'এই মুহূর্তে পুলিশেকে বলব সংযত হোক। আপনাদের হাতে কিছু নেই। পুরোটাই জনগণের হাতে। জনগণ বা যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা আহত হয়েছেন।'

১) ধর্মতলায় তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ল আন্দোলনকারীরা।
২) মহাত্মা গান্ধী রোডে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার ছেঁড়ার প্রতিবাদে পথে নামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

মমতার বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু সেই অভিযানে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস শেল ছোঁড়া ও জলকামান ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

এমনকি বহু আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। ধৃতদের মুক্তির দাবিতে এদিন বিকেলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। যদিও পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করে দেয়। উক্ত বিক্ষোভে যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, 'মমতার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।'

তাঁর অভিযোগ, 'শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ বর্বরোচিত

আক্রমণ করেছে। ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। রবার বুলেট এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়েছে। বহু বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।' প্রাক্তন সাংসদের দাবি, এত দমনপীড়ন দেখে তিনি নিশ্চিত এবার মমতার চলে যাবার পালা এসেছে।

মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে অধীর রঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আগামী ২৯ অগস্ট কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করতে চায় কংগ্রেস শিবির। এদিকে কংগ্রেসের দাবি, পুলিশের কাছে অনুমতি চাইলেও অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তাই কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন অধীর চৌধুরী এবং আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। এরপরই মঙ্গলবার মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার শুনানি।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামতে চায় কংগ্রেস। এই ধরনের কর্মসূচিতে পুলিশের অনুমতি লাগে। কিন্তু বিজেপি বরাবর অভিযোগ করে আসছে, তাদের মিছিল বা মিটিং করতে পুলিশ কোনও অনুমতি দেয় না। তাই তারা বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের অভিযোগও এক।

আরজি কর ইস্যুতে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অশান্তির আশঙ্কা আগে থেকেই করে রীতিমতো রণসজ্জায় নেমেছিল পুলিশ। হাওড়া ও সাঁতরাগাছিতে পরিস্থিতি মাত্রা ছাড়ায়। দফায় দফায় জলকামান, কাদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। পাল্টা ছোড়া হয় ইট। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে এক পুলিশ কর্মীর। এই পরিস্থিতিতে এই আরজি কর ইস্যুতেই কংগ্রেসের মিছিলে হাইকোর্ট অনুমতি দেয় কিনা, সেটাই দেখার।

সঞ্জয়ের নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা মিথ্যে জানাচ্ছে পলিগ্রাফ টেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম থেকেই দাবি উঠছিল যে নৃশংসভাবে তিলোত্তমার উপর নির্যাতন চলেছে, তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা কারোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। ধৃত একা এই ঘটনায় জড়িত নয়, দাবি উঠছিল এমনও। এমনকি আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, ধৃতকেই দাবার বোড়ে বানানো হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে পলিগ্রাফ টেস্ট করানো হয় ধৃতের। তাতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ধৃতের পলিগ্রাফ টেস্টের রিপোর্ট বলছে, এর পিছনে আরও অনেকে জড়িত। পলিগ্রাফ টেস্টের সময় একের পর মিথ্যে বয়ান দিয়েছেন ধৃত। টেস্টের পর প্রাথমিক অভিমত বিশেষজ্ঞদের। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে, সঞ্জয়ের দেওয়া বয়ান 'মিথ্যা' বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা এও জানাচ্ছেন, পলিগ্রাফ টেস্টে বয়ানের সময় ধৃতের মধ্যে ধরা পড়েছে 'স্ট্রেস'। হার্ট বিট থেকে পালস রেট এর

পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায় সত্য, মিথ্যা এই টেস্টে। টেস্টের সময় গ্রাফে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। আর সেই গ্রাফের সূচকই বুঝিয়ে দিয়েছে মিথ্যে বলার চেষ্টা করেছে সঞ্জয়। ধৃত একবার দাবি করছেন, সেমিনার রুমে তিনি কাউকে দেখে ননি। পরক্ষণেই আবার বয়ান বদল করেছেন। আবার কখনও দাবি করেছেন, তিলোত্তমাকে মৃত অবস্থায় দেখে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। ধৃতের এই বিভ্রান্তিকর বয়ানে গ্রাফচিত্রে অস্বাভাবিক বদল আসে।

সিবিআই ধৃতকে হেফাজতে নেওয়ার পর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখানেও একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন দাবি করেন সঞ্জয়। জেরায় তিনি কখনও দাবি করেছিলেন সেদিন সেমিনার রুমে ঢোকেননি, আবার কখনও দাবি করেছেন তিনি উঁকি মেরে দেখেছিলেন। আবার কখনও বলেছেন, তিনি ঢুকেছিলেন, কিন্তু সেই ঘর ফাঁকা ছিল। কিন্তু পলিগ্রাফ টেস্টের সময় তিনি দাবি করেছেন, সেমিনার রুমে ঢুকেছিলেন। তিলোত্তমাকে মৃত দেখেছিলেন, তাই ভয় সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পলিগ্রাফ টেস্টে সেভাবে লিখিত রিপোর্ট হয় না। গ্রাফের যে ওঠানামা, সেই পরিবর্তন দেখে নির্ধারিত করা হয় অভিযুক্ত আদৌ সত্যি বলছেন নাকি মিথ্যা। ধৃতের ক্ষেত্রে হার্টবিট ও পালস রেটের সূচক যা ছিল, তা দেখে বিশেষজ্ঞরা, মনোবিদ, ফিজিশিয়নরা মনে করছেন, ধৃতের বয়ান অসত্য। পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ ও গ্রাফচিত্রের রেট দেখে তদন্তকারীরা বলছেন, ধৃত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, আর তার জন্যই মিথ্যা বলছেন।

হাওড়া স্টেশন থেকে নিখোঁজ ৪ ছাত্র, মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্যরাতের পর হাওড়া স্টেশন থেকে 'নিখোঁজ' ছাত্র। আদালতের দ্বারস্থ পরিবার। নিখোঁজ চার ছাত্র হলেন শুভজিৎ ঘোষ, পুলকেশ পণ্ডিত, গৌতম সেনাপতি এবং প্রীতম সরকার। পুলিশ এই চার ছাত্রকে আটক করেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ভরদ্বাজ। বুধবার এই মামলার শুনানি। এদিকে শুভেন্দু জানিয়েছেন, 'হাওড়ায় স্বেচ্ছাসেবকদের ফুড প্যাকেট বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন চার জন। হঠাৎ করে তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। এমনকি ফোনেও তাঁর সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।' শুভেন্দু অধিকারী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ওই চার ছাত্রকে গ্রেফতার কিংবা আটক করেছে পুলিশ। এদিকে মঙ্গলবার 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের' পক্ষ থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে প্রবীর দাস, শুভঙ্কর হালদার ও সায়ন লাহিড়িকে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী যে চার জনের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন বলে দাবি।

রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন বাকিবুর, শঙ্কর, বিশ্বজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রথম জামিন। মঙ্গলবার এই মামলায় জামিন পেলেন বাকিবুর রহমান, শঙ্কর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাস। তবে এই মামলাতেই এখনও জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। গত ফেব্রুয়ারি মাসে রেশন দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে, বাকিবুর রহমান এবং শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের অরবিন্দ কেজরিওয়াল মামলার দেখানো পথেই জামিন হয়েছে বাকিবুর রহমান, শঙ্কর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাসের। প্রসঙ্গত, আবগারি সংক্রান্ত মামলায় দিল্লির মুখ ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসেই রেশন বণ্টনে দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করে ইডি। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সূত্র ধরেই গ্রেফতার করা হয় মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকেও। একইসঙ্গে এই রেশন দুর্নীতিতে যোগ থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয় শঙ্কর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাসকে। রেশন দুর্নীতি মামলাতেই জড়িয়েছিল সন্দেশখালির প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের নামও।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন টিটাগড়ের অনেকাংশ, পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন টিটাগড় পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এস পি মুখার্জি রোড এলাকা। জমা জল না বেরোনোয় বেশ কয়েকদিন ধরে গোটা এলাকা জলের তলায়। এলাকা

জলমগ্ন থাকায় কার্যত গৃহবন্দি ওখানকার বাসিন্দারা। এমনকি খুদে পড়ুয়ারা স্কুল কিংবা টিউশনে যেতে পারছে না। ফলে কচিকাঁচা পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনও শিকেয় উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা শিখা গাঙ্গুলি ও কৃষ্ণা সাউয়ের অভিযোগ, প্রতি বর্ষায় এস পি মুখার্জি রোড এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যায়। জলমগ্ন দশার কারনে তাদের গৃহবন্দি থাকতে হচ্ছে। নোংরা জল ঘরে ঢুকে পড়ছে। রান্নাবান্না প্রায় শিকেয় উঠেছে। তাদের আরও অভিযোগ, কাঁদা জল ভেঙে কর্মস্থল কিংবা বাজারে যেতে হচ্ছে। অথচ উদাসীন পুর কর্তৃপক্ষ। এদিকে ক্ষোভে মঙ্গলবার বিকেলে এস পি মুখার্জি রোডের বাসিন্দারা পুরসভায় এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ শেষে তারা পুরপ্রধান কমলেশ সাউয়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের চরম ভোগান্তির কথা জানান। জলজমা নিয়ে পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, জল বেরোনোর ওখানে কোনও জায়গা নেই। তাই বর্ষার জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আপাতত পাম্প বসিয়ে জমা জল অপসারন করা হবে। বর্ষা মিটলে ওখানে নিকাশি ড্রেন তৈরি করা হবে। তাহলেই জলজমার সমস্যা পাকাপাকিভাবে মিটে যাবে।

হাওড়া ব্রিজে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আগামীকাল ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের আহ্বানে নবান্ন অভিযানে উপস্থিত আন্দোলনকারীদের উপর জল কামান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি চার্জের প্রতিবাদে হাওড়ায় বিজেপির নেতৃত্বে হাওড়া ব্রিজ-সহ স্টেশন সংলগ্ন ডিআরএম বিল্ডিংয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি নেতৃত্ব। হাওড়া ব্রিজের উপর জাতীয় পতাকা হাতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখায় হাওড়া বিজেপির কর্মীরা। গোটা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক উমেশ রাই। ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে বুধবারের বারো ঘণ্টার বাংলা বন্ধ-সহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিও জানান হয়।

পুলিশ সংযমের পরিচয় দিয়েছে: কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'পুলিশের যে কোনও কর্মী হোক, তাঁরা সংযমের পরিচয় দিয়েছে। সিপিএম-এর জমানার সময় বুদ্ধবাবুর পুলিশ কোচবিহারে ৫ জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছিল। এখানে পুলিশ সংযত। সবাই দেখেছে কারা হামলা করেছে। কারা ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়েছে। পুলিশ ক্ষিপ্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যতটুকু না করলে নয়, ততটুকু করেছে।' বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। একইসঙ্গে এদিন কুণালকে এ প্রশ্নও তুলতে দেখা যায়, 'বাংলা বনধের ডাক দিচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার?' পাশাপাশি কুণাল এও জানান, '২৮ শে অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের বুকে কোনও বাংলা বনধ হবে না।' সঙ্গে কুণাল বার্তা দেন, 'বিজেপি চক্রান্তমূলক ভাবে বনধের ডাক দিয়েছে। এই বনধের ডাক মানুষ ব্যর্থ করুন। সাধারণ মানুষ দেখেছেন বাংলা শান্ত। উন্নয়ন-কাজ। আরজি

করে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তার একজন গ্রেফতার হয়েছে। আর তাও করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্ত সিবিআই-এর হাতে। এই ছুতোতে শকুনেরা অরাজকতা তৈরি করছে। অনেক বড় প্লট হয়েছে। এতে পা দেবেন না।'

এরই পাশাপাশি কুণালকে এদিন এও বলতে শোনা যায়, 'সাধারণ মানুষের জাস্টিস চাওয়ার আবেগ আমরা সম্মান করি। আপনাদের আবেগের সুযোগে বিপথে পরিচালিত করে রাজনৈতিক অরাজকতার প্লট তৈরি করেছে এরা। যাচ্ছে নবান্ন। ব্যারিকেড খুলে দিতে হবে। সুকান্তর ডাকা বনধ ব্যর্থ করুন। জনজীবন স্বাভাবিক রাখুন। এটা বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। বিজেপি মহিলাকে সম্মান দেয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নতির জন্য দায়বদ্ধ। একটি সামাজিক বিচ্ছিন্ন কুৎসিত অপরাধকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করে বাংলাকে অরাজক পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে চাইছে। দয়া করে এটা হতে দেবেন না।'

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বনধের আবহে গোলমালের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বনধ ডেকেছে বিজেপি। এদিনেই রয়েছে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। মূল বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও থাকার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন ছাত্রীরাই, এমনটাই নির্দেশ তৃণমূল সুপ্রিমোর। এ খবর মিলেছে খোদ তৃণমূলের অন্দর সূত্রে।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই অভিযানকে ঘিরে ধুন্ধুমার হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সাঁতরাগাছি, হেস্টিংস, হাওড়া, শিয়ালদা তোলপাড় হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জল কামান দাগা হয়েছে, ফাটানো হয়েছে কাঁদানে গ্যাসের সেল। পুলিশ মার খেয়েছে, অনেকটাই সংযম দেখিয়েছে। বুধবারের সভায় এনিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেন কিনা সেটাও দেখার।

এদিকে ছাত্রদের উপরে পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার বনধ ডেকেছে বিজেপি। ফলে বুধবারেও শহর কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। পাশাপাশি বনধ ঘোষণার পরপরই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সাফ জানিয়ে

দেওয়া হয়েছে, বনধ হচ্ছে না। মানুষ এর বিরোধিতা করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এনিয়ে কিছু বলবেন এমন সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। আরজি করের ঘটনা সরকারের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। এনিয়ে একবার ময়দানে নামার পর থেকে নীরবই রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর ঘটনার সিবিআই তদন্তের আদেশ হওয়ার পরও বিরোধীরা এনিয়ে যেভাবে সরকারকে নিশান করছে, তাতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে নীরবতা ভাঙেন কিনা তার উপরেও সবার নজরে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, 'অভিষেক-মমতার বক্তব্য রাখার খ বরে উজ্জীবিত গোটা ছাত্র পরিষদ।' তৃণমূল সূত্রে খবর, দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে চলে আসার কথা রয়েছে মমতা-অভিষেক দুজনেরই।

সম্পাদকীয়

অপরাধ দমন করতে পুলিশের বোধোদয়ের অপেক্ষায় সকলে

যে কোনও অন্যায় বা অপরাধ ঘটলে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে অপরাধীর পরিচয় গোপন করার একটা প্রাথমিক চেষ্টা দেখা যায়। আর অপরাধীর সঙ্গে যদি পুলিশের সংযোগ থাকে, তা হলে তো কথাই নেই! এটা আবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সাম্প্রতিক আর জি করের ঘটনায়। ধৃত সঞ্জয় রায় কর্মসূত্রে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার। তার একাধিক কীর্তিকলাপ জানা যাচ্ছে। এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার হয়েও 'আমিই পুলিশ' বলে চমকানো ছাড়াও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা, মহিলা পুলিশকর্মীদেরও উত্ত্যক্ত করা, পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা, অবাধে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে যাতায়াত করা, প্রভাবশালী কর্তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে পুলিশ কর্তাদের সমীহ আদায় করে চলা, এ সবই জানা কথা। যে কোনও সরকারি হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করানোর ক্ষমতা রাখে সে, এবং সেই দাপটেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার অবাধ যাতায়াত। এখানে একটাই প্রশ্ন, এ-হেন কীর্তিমান সিভিক ভলান্টিয়ারের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে পুলিশের কেউই কিছু জানত না? না কি উপরমহলের কোনও প্রভাব কাজ করত। পুলিশ শুরুতে এটি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কেন? ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখলে বোঝা যায় না, সেটি আত্মহত্যা না খুন! অপরাধী 'পুলিশ' বলে কি? চিকিৎসক মহল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রী মেধাবী, নম্র, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। এই ধরনের এক জন সম্ভাবনাময় চিকিৎসকের সঙ্গে সরকারি হাসপাতালেই যদি এই পরিণতি হয়, তা হলে বাকি সমাজের নিরাপত্তা কোথায়? প্রসঙ্গত, সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে পুলিশ মহলে দলের প্রতিনিধি হয়েই বিরাজ করে। 'দাদার লোক' এই তকমা পাওয়ার জন্যই ধৃত সঞ্জয় রায় উর্দি পরত না, নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে পুলিশের ব্যারাকে থেকে সরকারের দেওয়া বাইক ব্যবহার করত। এ কেমন সিভিক ভলান্টিয়ার? এই প্রশ্নটি উঠবে না? সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'পুলিশ' স্টিকার সাঁটা বাইকে এলাকা টহল দেয়, সমীহ আদায়ের চেষ্টা করে। এটা আর কত দিন চলবে? তাদের গতিবিধির উপরেও নজরদারি দরকার; এ বিষয়ে পুলিশ মহলের বোধোদয় কি ঘটবে না?

শব্দবাণ-২৮

■	■			১		■
	২		■	■	৪	■
	■		■		৫	
	■	■	■	■	■	
৮			■		■	
■	১০	■	■			
■					■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জলের অভাব ৩. সতর্ক ৪. অবিরাম, সর্বদা ৬. গোপন বিষয় ৯. কুঠার ১০. সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পৃথিবী, বিশ্ব ২. বহনের মজুরি ৩. শিষ্টাচার ৫. পদ্ম, কমল ৭. পরিপাক ৮. একধরনের বড় মাছ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭

পাশাপাশি: ২. সংশোধন ৫. বউ ৬. বর ৭. ঘোপ ৮. চারা ১০. হরিতালিকা।

উপর-নীচ: ১. আধ ২. সরবরাহ ৩. শোণ ৪. নবপত্রিকা ৯. ভাতা ১১. রিপু।

জন্মদিন

আজকের দিন

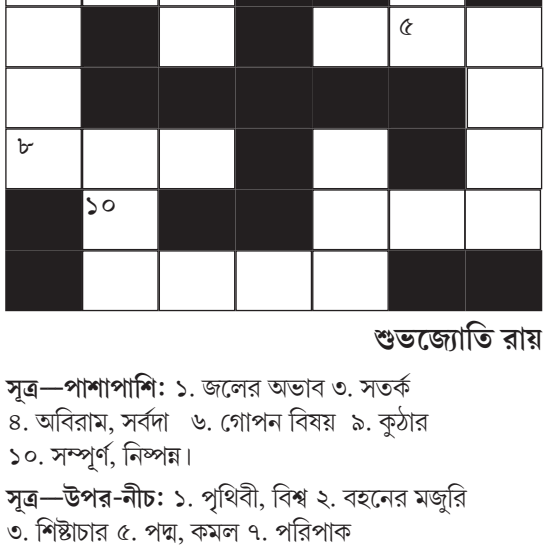

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮২৮ বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী অদ্বৈতানন্দের জন্মদিন।
১৮৫৫ বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মদিন।
১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

ওপার বাংলার বাঙালি হিন্দুদের রিফিউজি হওয়ার পালা আজও শেষ হল না!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশের চাকরিতে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে ৫ আগস্ট সে দেশের আকস্মিক গণঅভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ যেভাবে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পাশাপাশি পরাধীনতাবোধে স্বদেশে পরবাসী হওয়ার আতঙ্ক বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে,তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সে দেশের বাঙালি হিন্দুদের যে ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হয়েই বেঁচে থাকতে হয়, তা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার নামে দেশজুড়ে তাণ্ডব, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ থেকে দেশত্যাগে বাধ্য করার মধ্যেই তা প্রকট হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতায় দ্বিতীয়বার স্বদেশে পরবাসীদের রিফিউজি হওয়ার পালা শুরু হয়ে যায়। অথচ সেই ধারা সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকেই শুরু হয়েছিল। তার চব্বিশ বছর একাত্তরে আরও ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। বহু সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশেও 'বেল পাকলে কাকের কী'র অবস্থায় বাঙালি হিন্দুদের স্বদেশ খোঁজার পালা থেমে থাকেনি । আজও সেই রিফিউজি জীবনের আতঙ্ক,নিরন্তর দেশ খুঁজে চলার অবিরাম প্রবাহ যে থেমে থাকার নয়,সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহেই তা প্রতীয়মান।

বছরতিনেক আগে দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবসের পঁচাত্তর বছর পালনের আয়োজন ঘটা করেই শুরু হয়েছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় দেশভাগের রক্তক্ষরণ এখনও জেগে থাকার তার অমৃত প্রাপ্তির প্রত্যাশা পূরণ আপনাতেই প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ায়। অন্যদিকে প্রেমের সেরা দেশপ্রেমের জয়গানে মুখর সরকারি বদান্যতায় তার সযত্ন আয়োজনে আড়ম্বর অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেই শুধু নয়,সেই ঐক্যকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও সাময়িক সুযোগের সদ্ব্যবহার জরুরি হয়ে ওঠে। যেখানে ভালো থাকার বিজ্ঞাপনে মুখের হাসি অমলিন মনে হয়,সেখানে দেশের দুরবস্থাকে আড়াল করায় দেশপ্রেমের ঐক্যের নিশান ওড়ানোই দস্তুর। অথচ সেই ঐক্যের মধ্যে তার জোড়াতালিই বারবার বেরিয়ে পড়ে। সেখানে দেশের স্বাধীনতা পঁচাত্তর বছরের কায়ার মধ্যেই তার দেশভাগের পঁচাত্তর বছরের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছিল। বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্যর সুমহান বিশেষত্বই দেশভাগের ট্র্যাজিক পরিণতিতে নিঃস্ব হয়ে যায়। ধর্মীয় জিগির তুলে দেশটির ডানা ছেঁটে যেভাবে দুটি দেশ তৈরি করা হয়েছিল,তাতে সময়ান্তরে তিনটি দেশে পরিণত হয়। তাতে বোঝা যায় ধর্মভেদে দেশভাগ সমাধান নয়, বরং সবচেয়ে বড় সমস্যা। এজন্য যা ছিল সমাধানের পথ,তাই হয়েছে সমস্যার বিস্তার। জ্যাক দেরিদার ভাষায় binary opposition বা যুগল বৈপরীত্য। সংঘাত ও রক্তপাত এড়াতে দেশভাগের ব্যবস্থা যে হিতে বিপরীত হয়েছে,তা তার পঁচাত্তর বছরের গণ্ডি পেরিয়েও বারবার প্রমাণিত হয়েছে। যা ভাবা হয়েছিল সংঘাত ও রক্তপাত এড়ানোর উপায়,তাই তার কারণ হয়ে উঠেছে। সেখানে স্বাধীনতার সুফলের চেয়ে দেশভাগে সাম্প্রদায়িক সংঘাত আরও প্রকট রূপ লাভ করেছে। আসলে দেশভাগের মধ্যেই তার বীজ ছিল, সময়ান্তরে তাই মহীরুহ হয়ে উঠেছে মাত্র। সেখানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে উঠলেও সে দেশে বাঙালি হিন্দুদের ঠাঁই মেলেনি। অসংখ্য বাঙালি হিন্দুর দেশত্যাগে ছিন্নমূল রিফিউজি জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। আজও তারা অন্য দেশে বসবাস করলেও স্বদেশ খুঁজে চলে অবিরত।

আসলে দেশকে সেদিন ধর্মীয় ভাগ বাঁটোয়ারার শিকারে পাখির ডানা কাটার মতো ভাগ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে উঠেছিল,অচিরেই তা বাস্তবের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। দেশপ্রেমের চেয়ে বড় হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক পরিচয়। সেখানে মানুষের দেশের চেয়ে ধর্মের আপন দেশ জেগে ওঠায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। তাতে স্বাধীনতার আনন্দের ঝাড়বাতি আলোর চেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার আগুন জ্বলে ওঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আগুন সময়ান্তরে নিস্তেজ হলেও একেবারে নিভে যায়নি। সে আগুন যে মনের, মননের। দেশভাগ মেনে নিলেও মনে নেয়নি,নিতে পারে না। এজন্য ধর্মীয় বিদ্বেষে সেই দেশভাগ জেগে ওঠে। আর তা তীব্র আকার ধারণ করলেই দাঙ্গাহাঙ্গামার আতঙ্ক মনকে গ্রাস করে, পরাধীনতার কথা মনে পড়ে,দেশান্তর হওয়ার ভয়ও হাতছানি দেয় । সেই আতঙ্ক ও ভয়ই স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা লাভের পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে সেই দেশভাগের সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার কথা যেমন ফিরে ফিরে আসে,তেমনই তা রাজনীতিতে চলমান ইতিহাস হয়ে ওঠে। সেখানে দেশের অস্তিত্বে দেশবাসীর চেয়ে ধর্মীয় পরিচয় বড় মনে হয়। সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের নেপথ্যেও যে ধর্মীয় বিদ্বেষভাবনাও সক্রিয় ছিল,তা অচিরেই বেরিয়ে এসেছে।

আসলে দেশভাগে তো সবাই স্বাধীন দেশ পায়নি বা বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতাতেও পেল না,উল্টে অসংখ্য মানুষ নতুন করে পরাধীন হয়ে গেল,স্বদেশেই পরবাসী মনে হল। শুরু হয়ে যায় শরণার্থীর মিছিল, নিজের দেশকে খুঁজে চলার অবিরাম পথচলা। উদ্বাস্তু হয়ে কেউ অনুপ্রবেশকারী,কেউ শরণার্থী,কেউ বিদেশি। দেশ মানে তো শুধু সীমানা বেষ্টিত এলাকা বা স্থান বোঝায় না,দেশ আসলে মানুষের নিবিড় অস্তিত্ব। তাকে ভাগ করা মানে মানুষ ভাগই নয়, মানুষের সত্তাকেই খণ্ডিত করা। দেশভাগে তাই অধিকাংশ দেশ পেল, অনেকেই দেশ হারাল। শুধু হারাল না, নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে নতুন দেশের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিষয়সম্পত্তি এক লহমায় হারিয়ে গিয়ে সবকিছু চোখের সামনে নিঃস্ব হয়ে গেল। নিজের জন্মভূমির নাম পর্যন্ত বুকে নিয়ে চললেও মুখে আনাই বিপদ মনে হল। সে বিপদ আজও কাটেনি। অথচ বনের পশুকে বনছাড়া করলেও মনে তার বন জেগে থাকে। নতুন দেশে এসেও শরণার্থী মনে তার স্বদেশের হাতছানি তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। সেখানে বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনের মা-মাটি-মানুষের আকাশ-বাতাসের পরম পরশ নিত্য মনে জেগে ওঠে। এজন্য যারা দেশভাগের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে,তারা যেমন অস্তিত্ব সংকটে অনিকেত জীবনের দায়ভারে পর্যুদস্ত হয়েছে,যারা তার মধ্যেও ভিটেমাটি আঁকড়ে ভবিষ্যতের উপর ভর করে স্বদেশেই থেকে গিয়েছিলেন,তারাও তেমনই অসীম দুর্গতি থেকে রেহাই পাননি। তাদেরও নিরন্তর নির্যাতনের শিকারের কথা নানাভাবে উঠে আসে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে নতুন করে দেশভাগে দেশত্যাগের প্রবাহ আজও থেমে যায়নি। সদ্য গণঅভ্যুত্থানের শিকার বাংলাদেশের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশভাগের অস্থিরতা আজও মানুষকে তাড়া দেয় । সেখানে দেশভেদে সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর দমন-পীড়নে অস্থির প্রতিযোগিতাই জুড়ে থাকেনি, নতুন করে দেশের হৃত গৌরব ও ইতিহাস রচনার সক্রিয় উদ্যোগও তাতে প্রকট হয়ে ওঠে। উন্নয়নের অভিমুখ যদি ধর্মীয় পরিসরে আবর্তিত হয়, তাতে উগ্র ধর্মান্ধই প্রকট হয়ে ওঠে,মানুষের ধর্ম সেখানে ব্যাহত হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের গৌরববোধ নিঃস্ব হয়ে পড়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের দেশ নিবিড়তা লাভ করে।

আশ্চর্যের বিষয়, সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর তথা 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' পালনের পাশাপাশি সরকারিভাবেই দেশভাগের ইতিহাসকেও প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে বিতর্কও দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বিতর্ককে সরিয়ে রেখেও বলা যায় দেশভাগের অভিশাপকে দেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। উল্টে তা যে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়নের পুঁজিতে সমান সক্রিয়,তাও স্পষ্ট। ইতিহাস স্মরণীয় হবে অবশ্যই, কিন্তু তা কখনও স্বার্থ সিদ্ধির পুঁজিতে পরিণত হতে পারে না। তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যই আমাদের জরুরি মনে হয়। সেখানে স্বাধীনতা ও দেশভাগের সংযোগই বলে দেয় পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও ভাগ বাঁটোয়ারাতে আমাদের মন সেই পিছনেই পড়ে আছে। অন্যদিকে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এখনও অসংখ্য মানুষের মনে অজানা অনিশ্চয়তা তাড়া করে ফেরে। দেশে থেকেও উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী মনে হলে ঘরে ঘরে তিরঙ্গা ওড়ানো সম্ভব নয়। মনে যে ঘরটাই তার নেই। সেখানে NRC–CAA -র মধ্যে যে রাজনৈতিক জুজু বর্তমান,তার মধ্যে তো দেশভাগেরই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিসন্ধির অত্যাধুনিক সংস্করণ ভেসে ওঠে । সেখানে ঘরে ঘরে তিরঙ্গা তোলার সদিচ্ছা থাকলেও ভাগের মা গঙ্গা পায় না'র মতো অবস্থা। অনেকের পতাকা জোগাড় হয়, কিন্তু তা ওড়ানো যায় না। নিজের ঘরেই যে তার মন নেই। দেশভাগের শিকার হয়ে অসংখ্য ঘরছাড়ারা আজও যে মনে মনে ঘর খুঁজে চলে নীরবে, নিভৃতে অবিরত, অবারিত,ভাবা যায়! সম্প্রতি বাংলাদেশের আকস্মিক গণঅভ্যুত্থানে তা আবারও সে দেশের বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ নীতির সুবিধা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা ভারতের বিকাশ অবরুদ্ধ করছে

শুভজিৎ বসাক

দেশে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় চলতি সংরক্ষণ নিয়ে গত ১লা আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে যা দেশের সার্বিক উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে ধরাই যায়। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য যে তফসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত সব সম্প্রদায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সমমান ও সমচরিত্রের নয়। বরং তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই এই পিছিয়ে পড়া প্রান্তিকদের 'উপশ্রেণী' হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে রাজ্যগুলি। অর্থাৎ, সংরক্ষণের মধ্যেই 'উপশ্রেণীর' জন্য আলাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

এই রায়ের তাৎপর্য বোঝাতে একাধিক উদাহরণ দিতে গিয়ে বিচারপতিদের অন্যতম মন্তব্য যে পদ্ধতিগত ও পরিকাঠামোগত বৈষম্যের কারণে এসসি-এসটিদের মধ্যে সবাই সুযোগ পেয়ে উপরে উঠে আসতে পারেনি। অথবা যে ছেলে বা মেয়েটি নামী ও দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে শিক্ষালাভ করছে তার সঙ্গে দেশের কোনও প্রান্তিক এলাকার অখ্যাত গ্রামের পড়াশোনা করা পড়ুয়াকে এক বন্ধনীতে ফেলা যাবে না। বিচারপতিরা সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, এসটি-এসসি অন্তর্ভুক্ত কোনও আইএএস, আইপিএস, আইআরএস-এর মতো সার্ভিসের অফিসারদের সন্তান আর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্কুলে পড়া কোনও পড়ুয়া সমান সুযোগ পায় না- যা আসলে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেই বাস্তবচিত্র এই নীতির প্রতিফলন নয়। তাই 'উপশ্রেণী' তৈরি করে এই পিছিয়ে পড়া অংশকে তুলে আনা উচিত সামনের সারিতে। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টই যথাযথভাবে সবদিক থেকে সংরক্ষণ পর্যায়ে ক্রিমি লেয়ার যারা তাদের জন্যই দীর্ঘসময় ধরে সংরক্ষণের সুযোগ কেন থাকবে সেই যুক্তিগ্রাহ্য সঙ্গত প্রশ্নটি তুলে দিয়েছে এবং এই ব্যবস্থাই সার্বিক ক্ষতি করে চলেছে।

এই রায়কে ঐতিহাসিক বলার কারণ, ভারতের স্বাধীনতার এতবছর পরেও সংরক্ষণের সুবিধা সকল জনজাতির মধ্যে সঠিক ও সমানভাবে বন্টিত হয়নি। এরফলে এককালে সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে আর্থিকভাবে যারা সচ্ছল হয়েছে তারাই বেশি সুবিধা পেয়ে আসছে। তাই 'উপশ্রেণী' তৈরি করে সংরক্ষণের মধ্যে আলাদা সংরক্ষণ চালু করার রায় অত্যন্ত জরুরি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। কেন্দ্রে এখন সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় এসসির জন্য ১৫ শতাংশ, এসটির জন্য সাড়ে ৭ শতাংশ কোটা আছে। রাজ্যগুলিতে অবশ্য এই হার ভিন্ন। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে সংরক্ষণের এই হার বজায় রেখেই প্রান্তিকদের জন্য নয়াভাবে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করে আলাদাভাবে উপশ্রেণী চিহ্নিত করতে রাজনৈতিক সততা ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। এও হয়তো হতে পারে যে উপশ্রেণীর সংরক্ষণ তালিকায় নাম তুলে সংরক্ষণের সুবিধা পেতে হয়তো 'ক্রিমি লেয়ার'-দের একাংশের তরফেও নানারকম চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলি হয়তো এই খেলায় নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজানোর চেষ্টা করবে এবং তারফলে সাম্যের অধিকার মুখ থুবড়ে পড়বে। সংরক্ষণের মত এমন বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের তরফে বলা বিষয়গুলি নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দার কথা না ভেবে বিষয়টির গুরুত্ব ভেবে দেখা উচিৎ শাসক ও বিরোধী সব পক্ষের। কিছু ক্ষেত্রে রাজনীতির উর্দ্ধে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বড় হয়ে ওঠে আর এই বিষয়টির উপস্থাপনা সেই পরিসরকেই পরিলক্ষিত করায়।

আনন্দকথা

''দেখলে, কালীর 'উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জানো কেমন'! আর বলছে, 'ষড় দর্শনে না পায় দরশন' — পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।''

(বিশ্বাসের জোর — ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক)

''বিশ্বাস আর ভক্তি চাই — বিশ্বাসের কত জোর শুন ঃ একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হবে, বিভীষণ বললে, এই জিনিসটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে লও। তাহলে নির্বিঘ্নে চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু খুলে দেখো না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাবছে, বিভীষণ এমন কি জিনিস বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি? এই বলে কাপড়ের খুঁটটি খুলে দেখে, যে শুধু 'রাম' লেখা একটি পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ, এই জিনিস! ভাবাও যা, অমনি ডুবে যাওয়া।

''কথায় বলে হনুমানের রামনামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে 'সাগর লঙ্ঘন' করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল! *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

উত্তরপাড়া পুলিশ আবাসনের বেহাল অবস্থার দাবি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: প্রশাসনই আমাদের রক্ষক, সাধারণত তারা চেষ্টা করে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে, কিন্তু বর্তমানে মাঝে মধ্যেই তাদেরও আক্রান্ত হওয়ার খবর ভেসে উঠছে সংবাদ মাধ্যমে পর্দায়, যেটা সমাজের পক্ষে একেবারেই সুখ কর নয়। পুলিশ আবাসনগুলির সংস্কার নিয়ে বর্তমানে উঠছে নানা প্রশ্ন?

বিভিন্ন থানার যে আবাসনগুলি আছে, যেখানে পুলিশকর্মীরা পরিবার নিয়ে থাকেন, অনেক জায়গাতেই তা বসবাসের অযোগ্য। এই যেমন উত্তরপাড়া থানার পুলিশ আবাসন! দীর্ঘদিন ধরে সেটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। সারা বিল্ডিং জুড়ে আগাছা, যত্রতত্র চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, জিটি রোডের ধারের বারান্দাগুলি বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে আছে, যা থেকে জিটি রোডে চলাচলকারী মানুষ ও যানবাহনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, হয়তো বা জীবন হানী ও হতে পারে! অল্প বৃষ্টিতেও আবাসনের ঘরগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে, যে ঘটনায় প্রমাদ গুনছেন পুলিশ কর্মীদের পরিবার গুলি। এছাড়া সংলগ্ন এলাকাতেও অপরিষ্কার হওয়ার কারণে এই ডেঙ্গু র সময়ে যথেষ্ট চিন্তায় ও রয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চললেও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি তাঁদের। কবে এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান করেন বা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে এই পুলিশকর্মী ও তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটে কিনা সেটাই এখন দেখার।

যদিও এই বিষয় পুলিশ পরিবারের এক মহিলা নেহা সাহা বলেন, 'আমি সারা রাত আতঙ্কে থাকি আমার একমাত্র সন্তান নিয়ে, কখন ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি যেন আমাদের দিকটি একবার ভেবে দেখেন।' এই বিষয় প্রাক্তন সাংসদ শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় জানান, এই ঘটনা সম্পূর্ণ ভাবে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, তা না হলে কী ভাবে পুলিশ পরিবারগুলি জীবন হাতে নিয়ে বাস করছে উত্তরপাড়া পুলিশ কোয়ার্টারে।

এই বিষয় কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা প্রণয় রায়। তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে পুলিশ আবাসনগুলির বেহাল অবস্থা, উত্তরপাড়া তার ব্যতিক্রম নয়, সংস্কার হয় না, চুরি, ডাকাতির ঘটনা ঘটছে, এটা থেকেই বোঝা যায় রাজ্যজুড়ে কী ভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলছে, এর দায় নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

ছাত্রনেতার মৃত্যুবার্ষিকীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ২০০৫ সালে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অণ্ডালের খান্দরার বাসিন্দা তথা ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই ছাত্রনেতা সোমনাথ সরকারের মৃত্যু হয় ২৭ অগস্ট। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ডিওয়াইএফআই ও এসএফআইয়ের খান্দরা শাখা। এবছর ১৮তম বর্ষে পা দিল তাদের এই অনুষ্ঠান। প্রত্যেক বছরে ন্যায় স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের হাতে এবছরও তুলে দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা। মোট ৪০ জন রক্তদাতা এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন।

সংগৃহীত রক্ত যাবে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে বলে জানান সিপিএম নেতা অঞ্জন বক্সি। তিনি বলেন, বর্তমানে রক্তের যেমন প্রয়োজন রয়েছে পাশাপাশি প্রয়োজন বেড়েছে গাছের। আর সে কারণেই এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হল একটি করে গাছের চারা। এদিনের এই অনুষ্ঠানটি হল অণ্ডালের খান্দরা কমিউনিটি হলে।

হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি. নং -১৬১(এন) তাং -১৯.১২.১৯৭৪

গ্রাম+পো.---হাঁসপুকুরিয়া, থানা-- পলাশীপাড়া, জেলা--নদিয়া, পিনকোড—৭৪১১৬০

: খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি:

এতদ্বারা হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি: এর সমস্ত সদস্য, সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত নির্বাচনক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি)অদ্য ইংরেজি ২৮.০৮.২০২৪ তারিখে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে ইং ০২.০৯.২০২৪ ও ইং ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ০৯.০৯.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হইবে এবং উক্ত তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হইবে।

বি:দ্র:- অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়,
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN- L34103WB1942PLC018967

ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২; **ফ্যাক্স:** +৯১ ৩৩ ২২৪৮০০৫৫

ইমেইল: hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের ৮২তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে মেসার্স হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড ("দ্য কোম্পানি") -এর ৮২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ভিসি/ওএভিএম") -এর মাধ্যমে বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ দুপুর ২.০০টা আইএসটি অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলি এবং তালিকাভুক্ত নিয়মাবলী তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ০২/২০২১ তারিখ- ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৯/২০২১ তারিখ- ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ২১/২০২১ তারিখ- ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং ০২/২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২ ("এমসিএ সার্কুলার") এবং ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে ২০২২ তারিখে জারি করা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলারস") অনুসারে এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মতো বিষয়সমূহ লেনদেনের জন্য।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্য, উল্লিখিত এজিএম সম্পর্কিত তথ্য নীচে দেওয়া হল -

ক) কোম্পানির ৮২তম এজিএম এমসিএ সার্কুলারগুলির সঙ্গে পঠিত আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমের তারিখ ও সময় বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর ২.০০ টায়।

গ) সভা আহ্বানকারী এজিএমের নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hindmotor.com) -তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ বিএসই (www.bseindia.com) এবং এনএসই (www.nseindia.com)।

যে সকল সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নোটিশের সফ্ট কপি এবং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ ভোট দেওয়ার নির্দেশাবলী পাওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এবং ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির নিবন্ধকের কাছে তাদের বিবরণ আপডেট করতে পারেন।

ঘ) ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের পদ্ধতি:

ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (আরটিএ) -এর ওয়েবসাইটে অনলাইনে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করুন https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0 লিঙ্কে গিয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি)/আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করে ।

ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরির কাছে এটি আপডেট করুন এবং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিশদ (সিডিএসএল-১৬-অঙ্কের সুবিধাভোগী আইডি বা এনএসডিএল-১৬-ডিজিটের ডিপিআইডি+সিএলআইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের অনুলিপি, প্যান (স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি) প্রদান করে **কোম্পানি/আরটিএ** -এর **ইমেল আইডিতে**।

ঙ) সদস্যদের লভ্যাংশের উদ্দেশ্যে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি ভবিষ্যতে ঘোষণা করা হয়, তাহলে-
তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ), যদি শেয়ারগুলি ইলেকট্রনিক মোডে রাখা হয় এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রারে জমা দিয়ে (১) স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম এবং ঠিকানা, আইএফএসসি, এমআইসিআর বিবরণ), (২) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং (৩) আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে বাতিল করা চেক পাতা https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/InvestorGrievance.aspx?q=0 - mandate), যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে থাকে।

চ) রিমোটভাবে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ("রিমোট ই-ভোটিং") এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতেও দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
বিশাখা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম. নং. A54948

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৪

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

দাবি নোটিশ ১৩(২) অধীন

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ("আইন") এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ("রুলস") সংস্থান অধীনে
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("ব্যাঙ্ক") অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক রুল ৩ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি নোটিশ (গুলি) জারি করেছেন, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ... কিছু নোটিশ (গুলি) পোস্টাল মন্তব্য ... অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে ...

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	জামিনদত্ত সম্পদ
১	ঋণগ্রহীতা(গণ) নাম: ১) রোজা ক্লিক ফিল্ড (ঋণগ্রহীতা) ২) ... ৩) ... লোন অ্যাকাউন্ট নং.: USFBKOLMSME000001719 ... দাবি নোটিশের তারিখ: ...	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি পরিমাণ আনুমানিক ২৩.৭৫ ডেসিমেল ... বারা, জেএল নং ১১৩, আরএস নং ... এস এবং এলআর দাগ নং ৯৯২ , ... এলআর খতিয়ান নং ৫৫১, বর্তমানে ...পুকুর, স্থানীয় ছোটজাগুলিয়া গ্রাম ... ২৪ পরগনা এবং ... চৌহদ্দি: ... গোপাল ... সম্পত্তি, ...
২	ঋণগ্রহীতা(গণ) নাম: ১) ট্রিন হাই ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), ... লোন অ্যাকাউন্ট নং.: USFBKOLLOAN000005010020 ...	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি ... বর্গ মিটার, ... "এফ ... প্রজেক্ট ফেজ ... অধিক্ষেত্রে ... কলকাতা ... ৩০৭-১৬- ... টাউনশিপ; ... সমন্বিত : ... সড়ক, পূর্বে ... স লেন।

... জামিনদত্ত সম্পদ ... সম্পদের ... টি অপরাধ ... কর্মদিবসে ...

স্থান - পশ্চিমবঙ্গ তারিখ - ২৮.০৮.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, ... সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ... সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ... দাবি বিজ্ঞপ্তি ...

জামিনপ্রাপ্ত পরিসম্পদ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	মন্টু খ্যাতার লোন এ/সি: ...	১) ৩১.০৫.২০২৪ ২) ২৩.০৮.২০২৪ ৩) ৩৭,১৪,১৫৮.৩০ টাকা ... এবং ১১.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১০.১২.২০২৪ ...	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দ্বিতীয় তল, প্রেমিসেস একটি দোতলা ভবন পরিমাণ ... জমি ... আসানসোল, জেলা : বর্ধমান ... চৌহদ্দি : ...

তারিখ - ২৮.০৮.২০২৪
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শুক্লা চক্রবর্তী সরকার** (ঋণগ্রহীতা), স্বামী আশিস সরকার, ২ নং কাপাশডাঙ্গা, ডব্লুবিএসইবি সাব স্টেশনের বিপরীতে, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩ এবং শ্রী আশিস সরকার (ঋণগ্রহীতা) , পিতা শ্যামল সরকার, ২ নং কাপাশডাঙ্গা, ডব্লুবিএসইবি সাব স্টেশনের বিপরীতে, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩ **শাখা : ব্যান্ডেল বাজার**	**১১.০৬.২০২৪ এবং ২৭.০৮.২০২৪**	**৪৭৭৪১৮ টাকা** (চার লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ আঠার টাকা) **১১.০৬.২০২৪** অনুযায়ী এবং **১২.০৬.২০২৪** থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, জি-৩ তলা ভবনে পরিমাণ ১১৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কাপাশডাঙ্গা, জেএল নং ১০, হোল্ডিং নং ১৭১০ (নতুন), মহল্লা -আলিপুর, ওয়ার্ড নং ৮, আরএস দাগ নং ২০৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৩৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ৩৯১৭, এলআর দাগ নং ৫০৬, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, বিক্রয় দলিল নং ২৯৩৫-২০১১ সালের তারিখ ০৪.০৫.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩, ডিএসআর ১, হুগলি, স্বত্বাধিকারীর নাম শুক্লা চক্রবর্তী সরকার।

তারিখ : ২৭.০৮.২০২৪, স্থান : কাপাসডাঙা
স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস (৬২৯৫৭)

বহরমপুর, আর-২, এ.ও. বিধাননগর, ১৫, স্কয়ার ইস্ট রোড, পোস্ট- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১
ইমেল আইডি: agmr2.zobid@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-২, বহরমপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ কে আহব্বান জানিয়ে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন, ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুল এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লখিত অর্থ এবং এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডোমকল শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ -এর নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স টি.আর. মন্ডল এন্টারপ্রাইজ**, স্বত্বাধিকারী- মামুন হোসেন, পিতা- মহিদুল ইসলাম মন্ডল, গ্রাম- দুবাপাড়া, পোস্ট - জুরানপুর, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৬ **লোন এ/সি নং - ৩৮৯৪৮৯৯৮৬৪৫ (সি.সি), ৩৫৫৭৯৩৫৫৯১২ (জিইসিএল)**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী:- মামুন হোসেন।** জেলা - মুর্শিদাবাদ, থানা, ডোমকল, মৌজা- জুরানপুর, জেএল নং ৬৭, এডিএসআর- ডোমকল, দলিল নং ৬৩৭৭, সাল - ২০১৮, খতিয়ান নং- পুরাতন এলআর-১০২৩৪, নতুন এলআর-১০৩৫১, প্লট নং - আরএস এবং এলআর-৫৮০, প্রকৃতি - ভিটি, এলাকা ১০ ডেসিমেল। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তর-** আব্দুল রশিদ বিশ্বাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** মহঃ ইমরানের সম্পত্তি, **পূর্ব-** ১৮ ফুট প্রশস্ত পিসিসি রাস্তা, **পশ্চিম-** ফুলচুরা বেগমের সম্পত্তি দ্বারা।	১) ১৩.০৬.২০২৪ ২) ২২.০৮.২০২৪ ৩) (সি.সি. এ/সি নং. ৩৮৯৪৮৯৯৮৬৪৫) ৪২,১৩,৫৪১.৯৭ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার পাঁচশো একচল্লিশ টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র) ০৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। (জিইসিএল এ/সি নং. ...) ... টাকা ... মোট ... সুতরাং ০৪.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট (২) দুটি অ্যাকাউন্টের ... তদুপরি আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি।
২.	**শ্রী দিলীপ কুমার পাল**, পিতা - শ্রী ভান্তি গোপাল পাল, গ্রাম ও পোস্ট- লক্ষ্মীনাথপুর, থানা - ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৬ , এবং এর **জামিনদার শ্রীমতী পূর্ণিমা পাল**, স্বামী- শ্রী দিলীপ কুমার পাল, গ্রাম ও পোস্ট- লক্ষ্মীনাথপুর, থানা - ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৬ **লোন এ/সি নং - ...**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী:- শ্রী দিলীপ কুমার পাল ও শ্রীমতী পূর্ণিমা পাল।** জেলা - মুর্শিদাবাদ, থানা - ডোমকল, মৌজা- লক্ষ্মীনাথপুর, জেএল নং - ৪৩, এডিএসআর- ডোমকল দলিল নং - ... সাল - ... প্লট নং ... প্রকৃতি - ভিটি, এলাকা ... ডেসিমেল। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তর-** দিলীপ কুমার পাল এর বাড়ি, **দক্ষিণ-** নিখিলেশ পালের বাড়ি ... **পূর্ব-** কাঁচা রাস্তা, **পশ্চিম-** অন্য জমি দ্বারা।	১) ১৩.০৬.২০২৪ ২) ২২.০৮.২০২৪ ৩) (সি.সি এ/সি নং. ...) ... টাকা ... ০৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। ... তদুপরি আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৪
স্থান: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেস্ড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ... দাবি বিজ্ঞপ্তি ...

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তির দায়মুক্ত হতে।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) শ্রী শৈবাল প্রামানিক পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামানিক এবং খ) শ্রীমতি মিঠু প্রামানিক স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামানিক ... গ) অ্যাকাউন্ট নং: ...	স্বত্বাধিকারী : শ্রী শৈবাল প্রামানিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামানিক, উভয়ের সাকিন : ভোলা ময়রা চক, পটনা বাজার, পো : মেদিনীপুর ...	ক. ২২.০৮.২০২৪ খ. ১১.১২.২০২৩ গ. ৩৫,০৬,৮২৫.০০ টাকা ... ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ
২.	ক) শ্রী শৈবাল প্রামানিক পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামানিক ... খ) শ্রীমতি মিঠু প্রামানিক ... গ) শ্রীমতি টুম্পা ইভা প্রামানিক ... ঘ) অ্যাকাউন্ট নং: ...	স্বত্বাধিকারী : শ্রী শৈবাল প্রামানিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামানিক, উভয়ের ঠিকানা - ভোলা ময়রা চক, পটনা বাজার ...	ক. ২২.০৮.২০২৪ খ. ১১.১২.২০২৩ গ. ১,৩৬,৪৪,৬৭৬.৭০ টাকা ... ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ...
[দ্রষ্টব্য- ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে পূর্বের সকল দখল নোটিশ বাতিল হবে এবং/বা প্রত্যাহার করা হল।]

তারিখ - ২২.০৮.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই-এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

গহরাপোতা ডিঙ্গেল যমপুকুর এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

গ্রাম- গহরাপোতা, পোঃ ডিঙ্গেল, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া
রেজিঃ - ৩২ (এন) তারিখ- ১৭/০৬/১৯৫৭

নোটিশ তাং ১০/০৮/২০২৪

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী **২৭/০৯/২০২৪ তারিখে সকাল ১১টায়** সমিতি অফিস প্রাঙ্গনে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার। তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা- স্পেশাল অফিসার
গহরাপোতা ডিঙ্গেল যমপুকুর এস কে ইউ এস লিঃ

ধামাসিন ও মূলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রামঃ ধামাসিন, পোস্টঃ ইটাচুনা,জেলাঃ হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা (REGISTRATION NUMBER : 06HG Dated - 12.04.1961

খসড়া নির্বাচক তালিকা (DRAFT VOTER LIST) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩১ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী সমীর মুখাজ্জী, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ধামাসিন ও মূলটি সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে খসড়া নির্বাচক তালিকা গত ২৪.০৮.২০২৪ তারিখে সমিতির অফিসে প্রকাশিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনও সদস্যের কোনও অভিযোগ থাকলে ছুটির দিন ব্যতিত যে কোন দিন বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টার মধ্যে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অভিযোগ জানানোর শেষ দিন হল ৫ ই সেপ্টেম্বর,২০২৪।

তারিখঃ ২৪.০৮.২০২৪

স্বাক্ষর- সমীর মুখাজ্জী
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
ধামাসিন ও মূলটি সমবায় সমিতি লিমিটেড

The Metal Corporation of India Ltd.

(CIN: L10101WB1944PLC011718)
Regd. Office: 7A, Rameshwar Shaw Road, Kolkata-700014
Tel. 0172- 2747280, 2747285, email : jyoti763@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **78th Annual General Meeting (AGM) of the Members of THE METAL CORPORATION OF INDIA LIMITED will be held on Saturday, 21st September, 2024 at 11.30 A.M. at its Registered Office at 7A RAMESHWAR SHAW ROAD- KOLKATA- 700014.**

The cutoff date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the **AGM is 13.09.2024. The E-voting period begins on 18.09.2024 at 09:00 A.M. IST and ends on 20.09.2024 at 05:00 P.M.IST. The e-voting shall not be allowed beyond 20.09.2024 (5.00 P.M).**

Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 & SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 14.09.2024 to 21.09.2024 (both days inclusive).

The Notice of the meeting along with the Annual Report of the Company and detailed instructions relating to e-voting will be available on Company's website (www.tmcil.in).

For The Metal Corporation of India Limited
Sd/-
Kishan Gopal Bagaria
Director (DIN: 00496628)

Place: Kolkata
Date: 28/08/2024

J. G. Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the Twenty-third Annual General Meeting (23rd AGM) of the Members of the Company will be convened on **Thursday, the 19th day of September, 2024 at 02:00 P.M.** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8 December, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), which does not require the physical presence of the Members at a common venue. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 13, 2024 to Thursday, September 19, 2024 (both days inclusive)**.
2. The Notice of the 23rd AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended 31st March, 2024 ("Annual Report") has been sent on **27th August, 2024** only through electronic mode to all those Members and other stakeholders, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely, KFin Technologies Ltd ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. The requirements of sending physical copies of the Notice of the 23rd AGM and Annual Report to the Members and other stakeholders have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.
3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is providing the remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all Resolutions which is set out in the Notice of the 23rd AGM. Members have the option to cast their votes on any of the Resolutions using the remote e-Voting facility or through e-Voting during the 23rd AGM. Detailed procedure for remote e-Voting / e-Voting during the AGM is provided in the Notice of the AGM.
4. The **remote e-Voting facility** will be available during the following period:

Remote e-Voting start date and time	Sunday, 15th September, 2024 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-Voting end date and time	Wednesday, 18th September, 2024 at 5:00 p.m. (IST)

During this period, Members of the Company, holding shares in the physical or dematerialized form, as on the **cut-off date of Thursday, the 12th September 2024**, may cast their votes electronically, as set out in the Notice of the 23rd AGM through electronic voting system ('remote e-Voting') of National Securities Depository Limited (NSDL) or through e-Voting during the AGM. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members who have cast their votes by remote e-Voting on the Resolutions prior to the AGM may attend / participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes on such Resolutions again.

5. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being **Thursday, the 12th September 2024**. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice of the 23rd AGM for information purpose only.
6. In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 23rd AGM and the Annual Report of the Company have been uploaded on the website of the Company at www.jgchem.com and the Annual Report can also be viewed at the link https:// https://jgchem.com/investor-relations/. The Notice and the Annual Report of the Company can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, namely, National Stock Exchange (NSE) at www.nseindia.com and BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com respectively and is also available on the website of NSDL (Agency for providing the Remote e-Voting facility) at www.evoting.nsdl.com.
7. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the Notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, the 12th September 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Registrar and Share Transfer Agent (RTA). However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-Voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting their votes. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date may follow the steps mentioned in the Notice of the 23rd AGM.
8. Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their Name, DP ID and Client ID number / Folio No., Email ID, Mobile No. at cs@jgchem.com till 4 p.m. (IST) on Sunday, 15th September, 2024. Members who would like to ask questions during the 23rd AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their requests preferably along with their questions mentioning their Name, DP ID and Client ID number/folio number, Email id, Mobile number, to the Company's email address at cs@jgchem.com latest by 4 p.m. (IST) on Saturday, the 14th day of September, 2024.
9. Members holding shares in physical form who have not yet registered their email addresses with the Company / Company's RTA / Depository, can get the same registered and obtain the Notice of the 23rd AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2024 and/or login details for joining the 23rd AGM of the Company through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to the Company's RTA's email id. viz. einward.ris@kfintech.com or Company's email id. viz. cs@jgchem.com:
   a.) a signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address, mobile number and email address to be registered;
   b.) self attested scanned copy of the PAN Card;
   c.) self attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.
10. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to **Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager**, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 through email at evoting@nsdl.co.in.

For J.G. Chemicals Limited
Sd/-
Swati Poddar
Company Secretary & Compliance Officer

Place:- Kolkata
Date:- 28.08.2024

বন্যা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভূতনিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে নদী পারাপারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে একাংশ নৌ-চালকদের বিরুদ্ধে। আর বিষয়টি জানতে পেরেই রীতিমতো নৌ-চালকদের ধমক দিয়ে সতর্ক করলেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তিনি বলেন, মানুষ বন্যায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন সব রকম ভাবে বানভাসিদের সাহায্য করছে। আর এই অবস্থায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদের কাছে নৌ-চালকেরা বেশি টাকা আদায় করবে এটা বরদাস্ত করা হবে না। অতিরিক্ত ভাড়া চাইলেই পুলিশ যাতে সেই সব নৌ-চালকদের গ্রেপ্তার করে সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মানিকচক ব্লকের ভূতনি থানার বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গার নদীর

জলে প্লাবিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাঁধ ভেঙে উত্তর চণ্ডীপুর, কেশরপুর, ভূতনি, দক্ষিণ চণ্ডীপুর, হীরানন্দপুর, কালুটনটোলা সহ একাধিক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। তার মধ্যেও বানভাসিরা বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত ভূতনি থেকে হাজারো মানুষের মানিকচক সদর শহরে আসার ক্ষেত্রে নৌকো ব্যবহার করে থাকেন। আর সেই ক্ষেত্রেই সুযোগ বুঝেই একাংশ নৌ-চালকেরা অতিরিক্ত ভাড়ার দাবি করছে বলে অভিযোগ। একজন নৌ-যাত্রীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ থেকে ৭০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সামান্য নদী পারাপার করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন এত টাকা দেওয়ার নৌ-চালকদের দেওয়ার বিষয়েও অসন্তোষ ছড়িয়েছে। এই অভিযোগের বিষয়টি জানতে পেরে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তড়িঘড়ি তিনি মানিকচক ব্লক প্রশাসন ও পুলিশকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কোনরকম ভাবেই নৌ-চালকেরা যাতে ভূতনির মানুষদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া না নেন, সেদিকেও নজরদারি চালানোরও কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি মানিকচক এবং ভূতনি এলাকার বেসরকারি নৌ-চালক সংগঠনদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সতর্ক করে দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, নৌকোতে উঠলেই নাকি ন্যূনতম ৫০ টাকা দিতে হচ্ছে। এটা কোনওরকম ভাবে বরদাস্ত করা যাবে না। ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গায় জলে প্লাবিত হয়েছে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা মানিকচকে আসছে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করতে। সাধারণ মানুষকেও বাজার, হাট এবং চিকিৎসা করার ক্ষেত্রেও মানিকচক ও মালদা শহরে আসতে হচ্ছে। আর সেক্ষেত্রের নৌকোয় উঠলে ৫০ টাকার দাবি করছে নৌ-চালকেরা। যন্ত্রচালিত নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে তেলের যতটুকু দামের প্রয়োজন সেটাই নেওয়ার কথা এদিন বলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকটি যন্ত্রচালিত নৌকা রয়েছে। কিন্তু তাতে যাত্রীদের চাপ বেশি। ফলে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারি নৌ-চালকেরা বেশি ভাড়া চাইছে। ইতিমধ্যে জেলাশাসককে বন্যা কবলিত ভূতনি এলাকায় আরও বেশি করে সরকারিভাবে যন্ত্রচালিত নৌ-যান দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রেও যাতে পুলিশ নজরদারি চালানো শুরু করেছে।

সিঙ্গুরের জমি পুনর্ব্যবহারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: টাটা মোটর গাড়ি কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কৃষিজমি আন্দোলন সিঙ্গুরের প্রায় ১০০০ একর জমি চাষযোগ্য করে তিন মাসের মধ্যে চাষিদের ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ সেই জমি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলছেন সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী কৃষকদেরই একাংশ।

ফের সিঙ্গুরে আন্দোলনের প্রস্তুতি? আন্দোলনের আঁতুর ঘরে তৈরি হল 'সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুর্নব্যবহার কমিটি'। কমিটির সদস্যদের দাবি, সিঙ্গুরের অধিকাংশ জমি চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের জমি চাষযোগ্য করে দিক সরকার, তা না হলে সেখানে শিল্প স্থাপন করা হোক। আগামী ৩০শে অগস্ট থেকে ক্যাম্প করে চাষিদের থেকে এই মর্মে আবেদন পত্র সংগ্রহ করবে কমিটি। যদিও, মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, ৯০ শতাংশ জমিই চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে।

২০০৬ সালে সিঙ্গুরে টাটা মোটর গাড়ি কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কৃষিজমি বাঁচাও আন্দোলন। সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি, বাজেমেলিয়া, খাসেরভেড়ি, সিংহের ভেড়ি, গোপালনগর এই পাঁচটি মৌজার হাজার হাজার চাষি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেন। রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনের রাশ ধরে নিতে সক্ষম হয়। ফলে আন্দোলন তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। কৃষকদের আন্দোলনের ফলে কারখানার কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েও ফিরে যেতে বাধ্য হয় টাটারা।

২০১৬ সালে ৩১ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করে প্রায় ১০০০ একর জমি চাষযোগ্য করে তিন মাসের মধ্যে চাষিদের ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এরপর কারখানা ভেঙে সিঙ্গুরের জমি চাষিদের ফিরিয়ে দেয় তৃণমূল সরকার। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রায় ৮ বছর পরে আবারও সেই জমি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলছেন সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী কৃষকদেরই একাংশ।

একদা জমি আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা তথা 'সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুর্নব্যবহার কমিটি'র অন্যতম সদস্য দুধকুমার ধাড়া বলেন, 'প্রথম দাবি হচ্ছে জমির সীমানা নির্ধারণ করে তা চাষিদের ফিরিয়ে দেওয়া, জল নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা, জমি ফেরত পেলেও মিউটেশন বা কনভারসেশনের অধিকার চাষিদের নেই, সেই অধিকার চাষিদের দিতে হবে। যে জমিগুলোতে অনেক চেষ্টা করেও চাষযোগ্য করা যাবে না সরকার কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে সেই জায়গায় শিল্প স্থাপন হোক।'

তাঁদের দাবি, সিঙ্গুরের জমি পুনর্ব্যবহার করতে চাইছেন তাঁরা। জমি বন্ধ্যা রাখতে চাইছে না । হয় সিঙ্গুরের জমিতে চাষ হোক না হলে শিল্প হোক। যে জমি তিন মাসের মধ্যে চাষযোগ্য করে দেওয়ার কথা সেই জমি আট বছরেও চাষযোগ্য হয়নি বলে দাবি তাঁদের। সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আন্দোলন করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। যে কেউ আন্দোলন করতে পারে। তবে সেই আন্দোলনের কতটা যৌক্তিকতা আছে, কতটা মানুষের স্বার্থ আছে সেটা দেখা দরকার। যে ইস্যু নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা সিঙ্গুরের মানুষ শুনবে না। কারণ ৯০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে।'

অন্যদিকে, সিপিএম হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, '৯০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য হয়েছে বলে মন্ত্রী যা বলছেন তা মিথ্যা কথা। উনি কোন ভিত্তিতে বলছেন জানি না। জনগণ, কৃষক, আধিকারিকদের ডেকে পর্যবেক্ষণ হলেই বিষয়টা বোঝা যাবে।'

'এক ডাকে বিধায়ক' হেল্পলাইনে ফোনেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই হাজির বিষ্ণুপুরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: নিম্নচাপের জেরে দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে বিষ্ণুপুর শহরজুড়ে। এই বৃষ্টিতেই বিষ্ণুপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বাস পাড়ার বাসিন্দা টগরী বাগদির মাটির বাড়ির একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে খাটের ওপর। সেই সময় ওই খাটেই ছিল টগরী বাগদি র দুই পুত্র সন্তান। কোনও মতে তাঁর স্বামী টেনে হিঁচড়ে তাদের বাইরে বার করে আনে।

রাতের বেলায় একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে মাথার ছাদ হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে ওই পরিবার। তখনই টগরী বাগদির মাথায় আসে কিছুদিন আগেই দুয়ারে বিধায়ক কর্মসূচি করতে এলাকায় এসেছিলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। তখন তাদের হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বিধায়ক বলেছিলেন কার্ডে দেওয়া 'এক ডাকে বিধায়ক' হেল্পলাইন নম্বরে যে কোনও সময় ফোন করলে বিধায়ক হাজির হবেন। এরপর এই অসহায় তড়িঘড়ি ভিজিটিং কার্ড থেকে বিধায়কের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে তাদের সমস্যার কথা জানান ওই গৃহকর্ত্রী।

ফোন করার ৫ মিনিটের মধ্যেই ছয় নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ ঝড় জল উপেক্ষা করেই অসহায় পরিবারের পাশে পৌঁছে যান। রাতে কোনও রকম মাথা গোজার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাতে দু'টি ত্রিপল তুলে দেন বিধায়ক এবং ভাঙা বাড়ি পরিদর্শন করেন। সমস্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন আবাস যোজনায় কংক্রিটের বাড়ি কিংবা মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলে কোনও রকম তাঁদের সাহায্য করা যায় কিনা সেই বিষয়টিও অতি দ্রুততার সঙ্গে করার।

এইভাবে বিধায়ক কে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই অসহায় পরিবার তাঁদের পাশে বিধায়ককে পাবেন, এটা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বিধায়কের এই তৎপরতায় ব্যাপক খুশি অসহায় পরিবার।

ঋণ অপরিশোধ বাড়ি দখলের নোটিস ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যাংকের বকেয়া ঋণ পরিশোধ না করার কারণে কাঁকসার মনোজপল্লিতে এক ব্যক্তির বাড়ির দখল নিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিকেলে গোটা বাড়ি সিল করে বাড়ির দখল নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয় বাড়ির দেওয়ালে।

ব্যাংকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত প্রায় পাঁচ বছর আগে বাড়ির মালিক রামকৃষ্ণ বসু পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলেন। সেই লোন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বকেয়া থাকার পর। বিভিন্ন ভাবে বাড়ির মালিককে ঋণ শোধ করার জন্য নানান ভাবে সুযোগ দেওয়া হলেও, সর্বশেষ সুযোগ তিনি হারিয়ে দিয়েছেন বলে ব্যাংক আধিকারিকদের দাবি। তাই বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সেইমতো কাঁকসা থানার

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার গোটা বাড়ি দখল নেয় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের আধিকারিকরা।

তারা জানিয়েছে, ব্যাংক কখনও কাউকে বাড়ি ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু এই বিষয়ে তারা নিরুপায়। কারণ যিনি লোন নিয়েছিলেন, তাঁকে লোন শোধ করার জন্য সবরকম সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি সর্বোচ্চ সুযোগটাও হাতছাড়া করেছেন, তাই বাধ্য হয়ে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে তাদের। যে সম্পত্তির দখল নেওয়া হয়েছে, তা নিলাম করে সেখান থেকে লোনের টাকা ব্যাংকে জমা হবে।

বাড়ছে গঙ্গার জলস্তর, বানভাসিদের সাহায্যে তৎপর মালদার জেলা শাসক

দুর্গমস্থানে পৌঁছে খোঁজ নিচ্ছেন গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কখনো এক হাঁটু জলে নেমে, আবার কখনো স্পিড বোটে করে দুর্গম স্থানে পৌঁছে বানভাসিদের সঙ্গেই সময় কাটাচ্ছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। কখনো হালকা মুড়ি সবজি আবার কখনো দুটো রুটি খেয়েই সারাদিন প্লাবিত এলাকার সমস্যা সমাধানের কাজে নজরদারি চালাচ্ছেন জেলাশাসক। একদিকে যখন গঙ্গা নদীর জলে প্লাবিত মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ভূতনি থানার বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে বানভাসিদের পাশে থেকেই রীতিমতো সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনের অন্যান্য পদস্থ কর্তারা। যদিও এই পরিস্থিতিতে ভূতনি এলাকার বানভাসি মানুষরা দোষারোপের কাঠগড়ায় চাপিয়েছেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। ভূতনি থানার উত্তর চন্ডীপুর এলাকার বানভাসি কেশব মণ্ডল, বেবি মণ্ডল, সিরাজ শেখদের বক্তব্য, দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ একবারের জন্যও আমাদের অবস্থা দেখতে আসেননি। এছাড়াও বিজেপির নেতা-নেত্রীরাও এলাকায় এখনো পর্যন্ত আসেননি। তবে মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র কয়েকবার এসে খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিকভাবে যে যাই করুক না কেন, এখন যতটুকু সাহায্য মিলছে তা সম্পূর্ণ জেলাশাসকের জন্য। উনি দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। জেলাশাসক নিজেই হাঁটু জলে নেমে বানভাসিদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। নিয়মিত যন্ত্রচালিত নৌকো অথবা স্পিড বোর্ডে করে বানভাসিরা কোথায় রয়েছেন, তার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। এর থেকে আর বেশি কি হতে পারে। এমনকী যেসব এলাকায় বানভাসি মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছেন, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুইবেলা কখনো খিচুড়ি সবজি আবার কখনো সাধারণ

ভাত, ডাল, ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার উত্তর চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা কবলিত বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। নতুন করে বানভাসিদের জন্য মানিকচক সদর শহর এবং মথুরাপুর এলাকায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন জেলাশাসক। অনেক বানভাসিরা গবাদি পশুর খাদ্য এবং শিশু খাদ্য দেওয়ারও আবেদন জানায়। সে বিষয়েও যথাযোগ্য উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন জেলাশাসক। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, গঙ্গা নদীর জলস্তর স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। উত্তর চন্ডীপুর এলাকার বেশ কিছু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। সেই সব গ্রাম ঘুরে বানভাসিদের সঙ্গে কথা বলে নানা সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করছি। পরিশ্রুত পানীয় জল এবং বানভাসিদের খাবার দেওয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশু খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। গবাদি পশুর খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বানভাসিদের মানুষদের যাতে কোথাও কোনোরকম ভাবে সমস্যা না হয়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজেপির ডাকা বন্‌ধ অসফল করতে মাইকিং শুরু করল আরামবাগ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ছাত্রসমাজের পাশে দাঁড়াতে বুধবার রাজ্যব্যাপী বারো ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দিল বিজেপি। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাংলা বন্‌ধের কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, বুধবার সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত চলবে 'সাধারণ ধর্মঘট'। এই ঘোষণার পরেই বিজেপির বন্‌ধ অসফল করতে মাঠে নামল তৃণমূল। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাইকিং করে বাংলা বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরেও নবান্ন অভিযান নিয়ে মুখ খোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বহু জায়গা থেকে অত্যাচারের খবর আসছে।' রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দমনপীড়ন না চালানোর আর্জিও জানান তিনি। অন্যথায়, বুধবার 'রাজ্য স্তব্ধ করে দেওয়ার' হুঁশিয়ারিও দেন বিরোধী দলনেতা।

সুকান্তবাবু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'প্রচুর আহত, গ্রেপ্তারি হয়েছে, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে', তাঁদের কথা ভেবে বাংলা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিকে আরামবাগ তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টা বন্‌ধ সর্বনাশা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত কিছু খোলা রাখার আবেদন করা হয়। বিজেপির ডাকা বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য দোকানপাঠ থেকে শুরু করে হাট বাজার, স্কুল কলেজ ও যানবাহন সচল রাখতে হবে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, কর্মনাশা বাংলা বন্‌ধকে তৃণমূল সমর্থন করে না। অন্যদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে। বহু ছাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তারই প্রতিবাদে বিজেপির বাংলা বন্‌ধ।

প্লাবনের আশঙ্কায় মুর্শিদাবাদের সুতি, সাগরদিঘি এলাকার নদীপাড়ের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ফরাক্কা জলাধারের আপ স্টিম ও ডাউন স্টিমে গঙ্গা বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। ফরাক্কা ব্যারেজ বাঁচাতে শনিবার সন্ধ্যা থেকে ১১.৭৪ লক্ষ কিসসেক জল ছাড়া হচ্ছে। যার ফলে ডাউন স্টিমে অধিকাংশ জায়গায় বিপদ সীমার উপর দিয়ে জল বইছে। ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ায় ইতিমধ্যে প্লাবিত বাংলাদেশ। এবার মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি এলাকার নদীপাড়ের বাসিন্দারা আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন। গঙ্গা থেকে জল ঢুকছে বিভিন্ন গ্রামে ও মাঠে। প্লাবনের আশঙ্কা করছেন মুর্শিদাবাদের মানুষ।

বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ গঙ্গার উচ্চ অববাহিকায় ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে করে বাড়ছে গঙ্গার জলস্তর। ফরাক্কা ব্যারেজের আপ স্টিমে জল ধারণ ক্ষমতা ২৬.১৪ মিটার। বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার এবং সর্তকতা সীমা ২১.২৫ মিটার। ইতিমধ্যে আপ স্টিমে ধারণ ক্ষমতা অতিক্রম করায় শনিবার থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে অধিকাংশ গেট। শনিবার থেকে ১১ লক্ষ ৭৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। প্রচুর জল বইছে বাংলাদেশের দিকে। বাংলাদেশ আগেই প্লাবিত হয়েছে। পদ্মায় জল বাড়ায় প্লাবনের পরিমাণ আরও বাড়ছে।

অন্যদিকে ডাউন স্টিমে নিমতিতায় সর্তকতা সীমা ২০.৫৮ মিটার বিপদসীমা ২১.৯০ মিটার। নিমতিতায় জল বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে ২২.৫১ মিটার উচ্চতায়। নুরপুরে বিপদসীমা ২২.০৩ মিটার। জল বইছে ২১.৬৪ মিটার দিয়ে। গিরিয়ায় বিপদসীমা ২০.৯৪ মিটার। ২১.৫৫ মিটার উচ্চতায় জল বইছে। জঙ্গিপুরে গঙ্গার বিপদসীমা ২০.২৯ মিটার। জল বইছে ২০.৮৭ মিটার উচ্চতা দিয়ে। একইভাবে লালবাগ, বহরমপুর, বেলডাঙা, শক্তিপুরে ভাগীরথীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়েই বইছে শনিবার থেকে। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প সূত্রে জানা গিয়েছে, জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। উচ্চ অববাহিকায় বৃষ্টির পরিমাণ না কমা পর্যন্ত জল ছাড়ার পরিমাণ কমবে না। তবে সেচ দপ্তরের দাবি, কোথাও ধস নামলে বাঁধ ভাঙবে না।

কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় এক কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ১১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার ঘটনা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে পুলিশের তরফে।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বালুরঘাট পুরসভার অস্থায়ী কর্মী। এদিন সকালে টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় ওই কলেজ ছাত্রীর পথ আটকায়। সেই সময় ওই ছাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল চায় ওই ব্যক্তি। মোবাইল না পাওয়া ওই কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে সে। ঘটনায় ওই যুবতী চিৎকার করে এবং তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসে এবং যুবককে পাকড়াও করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল আসে বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুল কান্তি ঘোষ। তিনিও পরবর্তীতে বালুঘাট থানায় খবর দেন।

এ বিষয়ে ওই কলেজ ছাত্রীর মা জানান, 'আমার মেয়ে সকালে প্রাইভেটে পড়ার জন্য এসেছিল। সেই সময় বালুরঘাট পুরসভার এক কর্মী তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমরা বালুরঘাট থানায় লিখিত দায়ের করেছি। আমি তার উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুল কান্তি ঘোষ জানান, 'ওই ব্যক্তি বালুরঘাট পুরসভার সরাসরি কর্মী নয়। ডেঙ্গি সম্পর্কিত কোনো কাজের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য সুপারভাইজার (ওয়ার্কার) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

এ বিষয়ে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ জানান, 'খবর পাওয়া মাত্র আমাদের অফিসাররা ঘটনাস্থলে যায় এবং ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শান্তিপুরে গাছ বাঁচাতে 'পেরেক সরাও, গাছ বাঁচাও' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গাছ বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ শান্তিপুর পরিবেশ ভাবনা মঞ্চের। এদিন গাছ বাঁচাতে শান্তিপুর গোবিন্দপুর গলায় দড়ি বটতলা থেকে গোবিন্দপুর বাজার পর্যন্ত এলাকায় 'পেরেক সরাও, গাছ সারাও' কর্মসূচি পলিনা করে শান্তিপুর পরিবেশ ভাবনা মঞ্চ। এদিন সংগঠনের সদস্যরা গোবিন্দপুর এলাকার একাধিক শতাব্দী প্রাচীন গাছ থেকে পেরেক লাগানো হোর্ডিং খুলে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষকে এই ভাবে গাছের গায়ে পেরেক লাগাতেও নিষেধ করা হয়। সদস্যরা জানান, এই ভাবে গাছের মধ্যে পেরেক লাগালে গাছের মরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। বর্তমানে যেভাবে পৃথিবীর উষ্ণয়ন বাড়ছে সেখানে গাছ বাঁচানো আমারদের কর্তব্য। গাছের পরিচর্চা এবং একাধিক গাছ লাগানো আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তবে এই ভাবে যারা গাছের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এদিন এই কর্মসূচি গ্রহণ করার সময় যে সমস্ত কোম্পানির বিজ্ঞাপন এই গাছগুলিতে পেরেক দিয়ে লাগান হয়েছে সেই সমস্ত কোম্পানিকে ফোন করে জানান হয়েছে এই ভাবে যেন তারা গাছের ক্ষতি করে বিজ্ঞাপন না দেন।

নবান্ন অভিযানের পথে পুলিশি বাধার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি করের ঘটনায় তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে। সেইমতো মঙ্গলবার সকাল ৮টায় পানাগড় স্টেশন থেকে নবান্ন অভিযানে যাওয়ার পথে আন্দোলনে যোগদানকারীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এদিন পানাগড় স্টেশনে ঢোকার পথেই পানাগড় স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে আন্দোলনে যোগদান করতে যাওয়া ব্যক্তিদের স্টেশন থেকে বার করে

দেয় পুলিশ। যদিও আন্দোলনকারীরা এদিন পরে বিভিন্ন ট্রেনে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়েই হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

অন্যদিকে পানাগড় স্টেশন থেকে যে সমস্ত ট্রেন হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় প্রতিটি ট্রেনেই আন্দোলনকারীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিষ্ণুপুরের ময়নাতদন্তের মর্গে জলে ডুবে দেহ!

ভিডিও ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে জল থই থই পরিস্থিতি। এই জলের নীচে ডুবে রয়েছে একটি মৃতদেহ। এমনই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় চারিদিকে। যদিও ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। জানা যায়, সোমবার তুমুল বৃষ্টি হয় বিষ্ণুপুরে সেই বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের ময়নাতদন্তের মর্গ। তখনই একটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আনা হয়। তখন তুমুল বৃষ্টিতে জলের তলায় ডুবে যায় ওই মৃতদেহ।

বিষ্ণুপুর হাসপাতাল সুপার শুভঙ্কর কয়াল দাবি করেন, ওই স্থানে কোনও মৃতদেহ রাখা হয় না। বিষ্ণুপুর হাসপাতালে মৃতদেহ রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। বডি শুধুমাত্র নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য ওই স্থানে। তবে কেউ ছবি তোলার জন্য ওইখানে

বডি রাখলেও রাখতে পারে। তিনি আরও জানান, ওই যে মর্গটি রয়েছে সেটি বহু পুরনো প্রায় ৩০ বছরের এবং হাসপাতালের সব থেকে নীচু জায়গা। তাই সোমবারের বৃষ্টিতে ওই মর্গে জল ঢুকে গিয়েছিল। এর আগেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই মর্গটি সংস্কার করার জন্য বলা হয়েছে হাসপাতালে পক্ষ থেকে। তবে যেহেতু একটা ছবি প্রকাশে এসেছে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে কী ঘটনা।

চাকরির দাবিতে কোলিয়ারির চাণকের কাছে ধরনায় মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: প্রায় ১০ বছর আগে অণ্ডালের লক্ষীরাম মাঝি নামে এক ব্যক্তি ইসিএলের পড়াশকোল ইস্ট ওয়েস্ট কোলিয়ারিতে কর্মরত ছিলেন। আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় লক্ষী নামের। ইসিএলের নিয়ম অনুযায়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পরিবারের একজনের চাকরি হয়। কিন্তু ও স্বামীর মৃত্যুর ১০ বছর পার হয়ে গেলেও আজও চাকরি পাননি মৃত স্বামীর স্ত্রী মদনি মিঠায়।

বারবার কোলিয়ারির আধিকারিকদের কাছে দশ বছর ধরে ঘুরেছেন তিনি বলে দাবি। আর বাধ্য হয়েই মঙ্গলবার সকাল থেকে পড়াশকোল ইস্ট ওয়েস্ট কোলিয়ারির খনির মুখের কাছে ধরনায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে রয়েছে শ্রমিক সংগঠন। মদনি মিঠায়ের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি চাকরি না পাচ্ছেন তাঁর ধরনা চলবে। এই আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে রয়েছে শ্রমিক সংগঠন। আর সে কারণেই পড়াশকোল ইস্ট কোলিয়ারি ছাড়াও আশপাশের আরও চারটি কোলিয়ারিতে এভাবেই আন্দোলন চলছে বলে জানা যায়।

খুচরো বাজারে কেন কমছে না আলুর দাম, প্রশ্ন ক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: গত এক সপ্তাহে হিমঘরগুলিতে আলুর দাম প্যাকেট (৫০ কেজি) প্রতি ১০০-১২০ টাকা কমেছে। কিন্তু খুচরো বাচারে আলুর দামে কোনও হেরফের হয়নি। বড়ঞা ব্লকের বিভিন্ন হিমঘর থেকে বহরমপুরে পাইকারি আড়তে আলু পৌঁছতে কেজি প্রতি দাম পড়ছে প্রায় ২০ টাকা। কিন্তু রবিবারও বহরমপুরের বিভিন্ন বাজারে ৩২-৩৫ টাকা কেজি দরে আলু (পোখরাজ) বিক্রি হয়েছে। দামের এত ফারাক কেন? প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ক্রেতারা। ক্রেতাদের দাবি, টাস্ক ফোর্স সবজি বাজার থেকে নজরদারি সরিয়ে নিতেই ফের সবজির দামে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। খুচরো বাজারের বিক্রেতাদের দাবি, পাইকারি বাজারের দামের উপরই খুচরো বাজারের দাম নির্ভর করে। পাশাপাশি প্যাকেট পিছু এবার প্রচুর আলু বাদ পড়ছে। আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, বেশি দামে আলু লোড হয়েছে এবার। তা সত্ত্বেও হিমঘরে রেডি আলুর দাম কেজিতে প্রায় তিন টাকা কমেছে। খুচরো বাজারে দাম নামছে না কেন তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। ভিন রাজ্যে আলুর রপ্তানিতে রাশ টেনেছে রাজ্য সরকার। মুর্শিদাবাদ থেকে বিহার, ঝাড়খণ্ড সীমান্তে আলু ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সরকারি নির্দেশের বিরোধিতা করে বড়ঞা আলু ব্যবসায়ী সমিতি গত সোমবার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত বন্‌ধ ডেকেছিল। একদিন পরে মঙ্গলবার বিকেলে বন্‌ধ তুলে নেওয়া হয়। ডাকবাংলা আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আশিস ঘোষ বলেন, এবার স্টোর লোডিংয়ের সময় চাষিরা ভালো দাম পেয়েছেন। বেশি দামেই লোড হয়েছে। সরকার যা চাইছে তাতে ব্যবসায়ীদের প্রচুর টাকা ক্ষতি হবে। ব্যবসায়ীরা ক্ষতি স্বীকার করেই দাম অনেকটা কমিয়েছে।

শনিবার বিভিন্ন হিমঘরে ফ্রি বন্ড বিক্রি হয়েছে ৭০০ টাকায়। তার সঙ্গে হিমঘর ভাড়া যোগ হয় ৯২.৫০ টাকা। আলু রেডি করার মজুরি ছাড়া প্যাকেট প্রতি ৫-৬ কেজি বাদ যায়। সব মিলিয়ে শনিবার হিমঘর থেকে ব্যবসায়ীরা ৯০০-৯৫০ টাকা (সাইজ অনুপাতে) প্যাকেট হিসাবে আলু গাড়িতে লোড করেছেন। ডাকবাংলা থেকে বহরমপুর আসতে প্যাকেট প্রতি ৩০-৩৫ টাকা গাড়ি ভাড়া পড়ে। ফলে হিমঘর থেকে সর্বোচ্চ ৯৫০ টাকা দামে আলু গাড়িতে চাপলে বহরমপুরে আড়তে তার দাম পড়ছে ৯৮৫ টাকা। অর্থাৎ কেজি প্রতি আলুর দাম পড়ছে ১৯.৭০ টাকা। কিন্তু আড়ত থেকে খুচরো বাজারে গিয়ে এই দাম ৩৫ টাকাতে ঠেকছে। আলু ব্যবসায়ী পলাশ ঘোষ বলেন, আড়ত থেকে খুচরো বাজার দুটো হাত ঘুরতে আলুর দামের এতটা ফারাক হওয়া উচিত নয়। এই দুই হাত বদলের মাঝেই কোনও অসঙ্গতি রয়েছে। রবিবার বহরমপুর স্বর্ণময়ী বাজার, কান্দি বাদস্ট্যান্ডে আলু বিক্রি হয়েছে ৩৫ টাকা কেজি দরে। একসঙ্গে এক পাল্লা (৫ কেজি) নিলে ৩২ টাকা দাম পড়ছে।

স্টেশনেই আটক বিজেপির জেলা সহ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নবান্ন অভিযানে যাওয়ার জন্য ট্রেনে ওঠার আগেই আটক করা হল জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি শংকর গুছাইতকে। জানা গিয়েছে, একটি পুরনো মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আটক করা হয়েছে। নবান্ন অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য মেদিনীপুর স্টেশনে পুরুলিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে উঠতে যাচ্ছিলেন ওই বিজেপি নেতা। স্টেশন থেকেই মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ আটক করে তাকে।

নবান্ন অভিযানের আগে আরো এক বিজেপি কর্মীকে আটক করার প্রতিবাদে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে থানার সামনে ধরনায় বসেছে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শুধু ডেবরা থানা নয়, জেলার বিভিন্ন থানাতে এই ঘটনা ঘটে। বিজেপির অভিযোগ, বিপ্লব দিন্ডা নামে এক বিজেপি কর্মীর সঙ্গে পুলিশ দেখা করার নাম করে হঠাৎই আটক করে থানায় নিয়ে আসে। কোনও কারণ ছাড়াই ওই বিজেপি কর্মীকে পুলিশ আটক করায় জেলা সভাপতি তন্ময় দাস ও বিজেপি নেতারা থানার মধ্যে ধরনায় বসে পড়ে ও প্রতিবাদ জানায়।

কেজরির জেল হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: আবগারি দুর্নীতি মামলায় জেল হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি পেল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। মঙ্গলবার দিল্লির বিশেষ আদালত সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারির মামলায় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেজরিকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবারই দিল্লির আবগারি মামলায় ধৃত আর এক অভিযুক্ত, ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী তথা তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর কন্যা কে কবিতার জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এর আগেও কয়েক দফায় বিশেষ আদালত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জেল হেপাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে বিশেষ আদালত। 'কারণ' হিসাবে জানানো হয়েছে, আবগারি দুর্নীতি মামলায় অন্যতম মূল চক্রান্তকারী হিসাবে কেজরির নাম রয়েছে। এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। আদালতে কেজরির জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই জানিয়েছিল, মুক্তি পেয়ে গেলে মামলায় সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন কেজরি। তার পর তাঁর হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

আবগারি মামলায় কেজরিকে গত ২১ মার্চ গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি। ফলে তিনিই হয়েছেন দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পদে থাকাকালীন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ইডির মামলায় কেজরিকে গত ১২ জুলাই অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। মেয়াদ শেষের পরে তিনি জেলে ফেরেন। এর পরে ইডি মামলায় রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিন পেলেও দিল্লি হাইকোর্ট তা খারিজ করে। এর পর আবগারি মামলায় ২৬ জুন জেলবন্দি কেজরিকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সেই মামলায় এখনও তিনি জেলে রয়েছেন।

হিমাচলে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি

দেরাদুন, ২৭ অগস্ট: আবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হল হিমাচল প্রদেশে। মঙ্গলবার রাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে, আগামী দু'দিন হিমাচলের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য জুড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে আরও ৮৫টি সড়ক।

বন্ধ ১২৬টি রাস্তা

মঙ্গলবার সকাল পর্যন্তও ভারী বৃষ্টি হয়েছে হিমাচলে। শিমলার বেশ কয়েকটি জায়গায় উপড়ে গিয়েছে গাছ। শহরের একাধিক সড়কে ব্যাহত হয়েছে যানবাহন চলাচল। প্রসঙ্গত, ভারী বৃষ্টি ও সম্ভাব্য ভূমিধসের কারণে সোমবারও রাজ্যে বন্ধ ছিল ৪১টি রাস্তা। মঙ্গলবার সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২৬ এ। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, শুধু মান্ডিতেই বন্ধ রয়েছে ৫০টি রাস্তা। এ ছাড়া শিমলায় ১৪টি, সিরমৌরে চারটি এবং কিন্নৌর, লাহুল ও স্পিতিতে একটি করে রাস্তা বন্ধ। কুলুতে এবং কাংড়ায় যথাক্রমে আটটি এবং ১০টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে।

রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৭ জুন থেকে ১৬ অগস্ট পর্যন্ত ৩৫ বার ধস নেমেছে হিমাচলে। প্রবল বর্ষণে ভেঙেছে অন্তত ১২১টি বাড়ি। ভেঙেছে বহু ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল। ভারী বৃষ্টিতে ব্যাহত রাজ্যের ৩১টি বিদ্যুৎ এবং ২৭টি জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজও।

হিমাচল প্রদেশ সরকারের দাবি, চলতি বর্ষায় এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১,১৪০ কোটি টাকার সম্পত্তিহানি ঘটেছে। বহু মানুষ নিখোঁজ, মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সরকারি সূত্র বলছে, ২৭ জুন থেকে ১২ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে শুধুমাত্র বৃষ্টির কারণে দুর্ঘটনাতেই প্রাণ গিয়েছে ১১০ জনের। চলতি মাসের শুরুতেই বিভিন্ন জেলায় ঘুরে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করেছেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু। বিপর্যস্ত বেশ কিছু এলাকায় এখনও চলছে ত্রাণকার্য। এর মধ্যেই ফের এল আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, হিমাচলে এখনই থামছে না বৃষ্টি। ফলে এখনই কমছে না ধস ও হড়পা বানের আশঙ্কাও।

মালদ্বীপে কমল পর্যটকের সংখ্যা, টান অর্থনীতিতে

ম্যালে, ২৭ অগস্ট: সম্পর্কের বরফ গলাতে উদ্যোগী ভারত-মালদ্বীপ দুদেশই। ভারতবিরোধী অবস্থানের বদলে 'মোদিপ্রীতি' বাড়ছে দ্বীপরাষ্ট্রটির প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর। কিন্তু তাতে লাভ খুব একটা হচ্ছে না। একসময় ভারতীয়দের 'হলিডে ডেস্টিনেশন'-এর তালিকায় এক নম্বরে ছিল মালদ্বীপ। কিন্তু এখন সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে লাক্ষাদ্বীপ। এখনও হু হু করে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা কমছে মালদ্বীপে। ফলে টান পড়ছে ভাঁড়ারে। এদিকে, ভ্রমণপিপাসুদের ভিড়ে লদীলাভ হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপের। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফরের পর থেকে তাল কাটে দিল্লি-ম্যালের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের। সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। মোদিকে নিয়ে নানা বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর দলের একাধিক নেতা।

কুনোয় ফের মৃত নামিবিয়ার চিতা

কুনো, ২৭ অগস্ট: এক বছর নজরদারির পরে অবশেষে কুনোর জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হয়েছিল ১২টি চিতাকে। কিন্তু বন্য আবহাওয়াতে বেরনোর পরেই মৃত্যু হল নামিবিয়ার চিতা পবনের। মঙ্গলবার বিকেলে একটি ঝোপের পাশ থেকে উদ্ধার হয় এই পুরুষ চিতার দেহ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, জলে ডুবে চিতাটির মৃত্যু হয়েছে। পবনের মৃত্যুর পরে আপাতত ২৪টি চিতা রয়েছে কুনোয়। তার মধ্যে ১২টি চিতাশাবক।২০২২-২৩-এর মধ্যে আফ্রিকার নামিবিয়া-সহ নানা দেশ থেকে মোট ২০টি চিতাকে ভারতে আনা হয়েছিল। ধুমধাম করে সেই চিতাদের কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছে সাতটি চিতা। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে বন দপ্তর। এই অবস্থায় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে বন দপ্তর এবং চিতা স্টিয়ারিং কমিটি। টানা এক বছর ১২টি চিতাকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে।

সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচিত ফের বিএসপি সভানেত্রী হলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৭ অগস্ট: 'প্রতিশ্রুতি' মেনেই পদক্ষেপ করলেন মায়াবতী। মঙ্গলবার লখনউয়ে বিএসপির জাতীয় কর্মসমিতির অধিবেশনে আবার সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভানেত্রী পুনর্নির্বাচিত হলেন তিনি। অধিবেশনের শেষে দলের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

প্রায় আট বছর আগে, ২০১৮ সালে মে মাসে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে মায়াবতী জানিয়েছিলেন, শারীরিক ভাবে যত দিন সক্ষম থাকবেন, তত দিন তিনি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে থাকবেন। শুধু তা-ই নয়, আগামী ২০-২২ বছর দলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনিই। সেই সময় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগামী দু'দশকের মধ্যে কেউ যেন দলের সভাপতি হওয়ার স্বপ্ন না দেখেন। ঘটনাচক্রে, সে সময়ই সক্রিয় রাজনীতিতে আবির্ভাব হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের দলিত নেত্রীর ভাইপো আকাশ আনন্দের। তিনি মায়াবতীর 'উত্তরসূরি' হতে চলেছেন বলে জল্পনাও শুরু হয়েছিল বিএসপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। ৬৮ বছরের মায়াবতী চার বার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। দু'দশক আগে বিএসপির প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরাম তাঁকে 'রাজনৈতিক উত্তরসূরি' মনোনীত করেছিলেন।

তবে গত এক দশকে মায়াবতীর দল উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে তার জনভিত্তি অনেকটাই খুইয়েছে। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে একটিও আসনে জিততে পারেনি তারা। ৪০৩ আসনের উত্তরপ্রদেশে বিধানসভায় বিএসপির বিধায়কসংখ্যা মাত্র এক! পুরনো দুর্নীতি মামলা থেকে বাঁচতে মায়াবতী গোপনে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে চলছেন বলে গত এক দশকে বার বার অভিযোগ তুলেছে সমাজবাদী পার্টি (এসপি), কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা।

প্রায় আড়াই দশকের পুরনো তিক্ততা ভুলে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আগে সমঝোতা করেছিল এসপি-বিএসপি। অখিলেশের তৎপরতাতেই যা সম্ভব হয়েছিল। এর পর অখিলেশের অনুরোধেই মুলায়মের বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালে জুন মাসের গেস্ট হাউসে হামলার অভিযোগ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মায়া। কিন্তু সম্প্রতি সেই প্রসঙ্গ তুলে এসপিকে দুষেছেন তিনি।

করোনা সংক্রান্ত পোস্ট মুছতে বাধ্য করা হয়েছিল, বাইডেনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মেটা কর্তা

ওয়াশিংটন, ২৭ অগস্ট: বিশ্বজুড়ে অতিমারি চলাকালীন করোনা সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখতে এবং পোস্ট মুছে ফেলতে মেটার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল জো বাইডেন সরকার। নির্বাচনী আঁচে পুড়তে থাকা আমেরিকায় এবার জো বাইডেন সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মেটা কর্তা মার্ক জুকারবার্গ। তাঁর আরও দাবি, সরকারের চাপে সেই সময় এক বছরে ২০ মিলিয়ন পোস্ট মুছে ফেলতে বাধ্য হয় তাঁরা। এই ঘটনা বাক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে সরব হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। সম্প্রতি এক চিঠিতে জুকারবার্গ এই ইস্যুতে লেখেন, '২০২১ সালে অতিমারি চলাকালীন বাইডেন প্রশাসনের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক ও হোয়াইট হাউসের বেশ কিছু কর্মী আমাদের উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করে। তাঁদের দাবি ছিল, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সবরকম পোস্ট সরিয়ে ফেলতে হবে। এমনকি নিতান্ত কৌতুক ও ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্যও সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়।' একইসঙ্গে মেটা কর্তা বলেন, 'এটা ঠিক যে এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাদেরই ছিল, তবে তাও বাইডেন-হ্যারিস সরকার আমাদের উপর অন্যায়ভাবে চাপ তৈরি করে। এবং দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, সেই সময় আমরা এর তেমন জোরালো বিরোধিতা করিনি।'

বলার অপেক্ষা রাখে না আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে মেটা কর্তার এহেন দাবি মার্কিন রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি এই ঘটনাকে বাক স্বাধীনতার উপর সরাসরি আক্রমণ বলে অভিযোগ তুলেছে বাইডেন সরকারের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, লকডাউন, ভ্যাকসিন, মাস্ক পরা সংক্রান্ত বহু পোস্ট সরিয়ে ফেলায় সেই সময়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল মেটাকে। করোনা বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে সেই সব পোস্ট মুছে ফেলা হয়। সংস্থার দাবি ছিল, তাদের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার অভিযোগে ওই সব পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছে। জানা যায়, সেই সময় ফেসবুক এক বছরে ২০ মিলিয়ন পোস্ট মুছে ফেলে। এমনকি একাধিক শীর্ষ নেতার পোস্টও মুছে ফেলা হয়। এই ঘটনা শুধু আমেরিকা নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ঘটে।

বাংলাদেশ-রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মোদি ও বাইডেনের ফোনে কথা

ওয়াশিংটন, ২৭ অগস্ট: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শুরু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, এরকম একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের ফোনালাপে উঠে আসে বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রসঙ্গও। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন নমো নিজে। নয়াদিল্লির বিবৃতিতেও এমনটাই জানানো হয়েছে। কিন্তু দুই রাষ্ট্রপ্রধানের আলোচনার পর আমেরিকার তরফে বাংলাদেশ নিয়ে কোনও কিছু উল্লেখই করা হয়নি। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছে হোয়াইট হাউস। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

সদ্য পোল্যান্ড সফর সেরে দেশে ফিরেছেন মোদী। সোমবার আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তিনি। চলতি মাসেই বড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে বাংলাদেশে। ব্যাপক গণ আন্দোলন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ। পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। তার পর থেকে সেদেশে হিংসা, অত্যাচারের শিকার হয়েছেন হিন্দুরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in**. **Tender Notice No.-945, Dt.21/08/2024** for **Water body rejuvenation of Ranaghat Colony at Ward No. 20 under Kanchrapara Municipality. Length of pilling 105.00 m AMRUT 2.0. Tender ID : 2024_MAD_739466_1** . Last Date of Bid Submission **24/09/2024 at 17:00 Hrs.**
S/D Kamal Adhikary, Chairman, Kanchrapara Municipality

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **06/ Raipur GP/2024-25** With Vide Memo No. **231/ RGP/ 2024-25, Dated: - 21-08-2024,** The Last date for online submission of tender is **30/08/2024 Upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/04 of 2024-25, Date: 23.08.2024. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 12 nos. of Work vide **Tender Id: 2024_ZPHD_739214_1 to 2024_ZPHD_739214_12** and Last Date of Bid Submission is **10.09.2024.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

Harisara Gram Panchayat
Vill+ P.O.- Gorola, Dist- Birbhum
NIT of Harisara G.P. Prodhan, Harisara GP invites e-Tender for 25 No schemes of 15th CF C and 5th SFC fund, Memo No: **227/HGP/24 dt. 23/8/24 & 22/HGP/24 dt. 23/8/24.** Tender Id: **2024_ZPHD_739122_1_15, 2024_ZPHD_739187_1_10,**
For more pls visit: **https://wbtenders.go.in**
Sd/- Prodhan
Harisara G.P. Birbhum

Shyamnagar Gram Panchayat
Shyamnagar, Joypur, Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for execution of **3 nos.** development work under **15th CFC Fund** vide **e -Tender No. - NIET 11/ 2024-25/15th CFC (TIED), Date: 27.08.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **28.08.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **07.09.2024 up to 10.00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **09.09.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Shyamnagar Gram Panchayat

Shyamnagar Gram Panchayat
Shyamnagar, Joypur, Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for execution of **2 nos.** development work under **Own Fund** vide **e -Tender No. - NIET 10/ 2024-25/OWN FUND, Date: 27.08.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **28.08.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **07.09.2024 up to 10.00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **09.09.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Shyamnagar Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, নোয়াপাড়া, কলকাতা-৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** দুই বছরের জন্য ১৩টি আইসিএফ-বিএইচইএল এসি রেকে (এমআর-৩০১, এমআর-৩০২, এমআর-৩০৩, এমআর-৩০৪, এমআর-৩০৫, এমআর-৩০৬, এমআর-৩০৭, এমআর-৩০৮, এমআর-৩০৯, এমআর-৩১০, এমআর-৩১১, এমআর-৩১২ এবং এমআর-৩১৩ রেক) ফিট করা মেধা মেক টিআইএমএস-এর জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮২,৫৪,৩৬০.২৭ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৬৫,১০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি-এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
ই-টেন্ডার নং. এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৪-২৫-০২
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/213/24-25 Dated 27.08.2024	Construction of B/W Soaling Road near House of Sanat Pal in Nobel Gate in Ward No-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,02,897.00
WBMAD/ULB/RSM/214/24-25 Dated 27.08.2024	Construction of Surface Drain at Novel Gate near Sucasa Project in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,83,093.00
WBMAD/ULB/RSM/215/24-25 Dated 27.08.2024	Construction of Concrete road with covered surface drain near H/O Sudesh Paul at Kumor para 2nd lane at ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,992.00
WBMAD/ULB/RSM/216/24-25 Dated 27.08.2024	Repairing & Renovation of Blacktop Road Near H/o Rahul Bhattachariya At Novel Gate At Ward No.-26 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,41,896.00
WBMAD/ULB/RSM/217/24-25 Dated 27.08.2024	Construction of B/W Soaling Road at Nobel Gate bye lane in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,14,631.00

Bid Submission end date: **05.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount (in Lakh)	Last date for submission
1	Construction of Bituminous Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-06/2024-25	18.21	13.09.2024 at 2:00 PM.
2	Construction of C. Concrete Road		6.06	
3	Construction of C. Concrete Road		5.80	
4	Construction of C. Concrete Road		6.38	
5	Construction of Drain at Lane		7.32	
6	Construction of Drain at Lane		7.27	
7	Construction of Concrete road		6.60	
8	Reconstruction C C Road		2.65	
9	Repairing of Bituminous Road		9.46	
10	Construction of C C Road		17.46	
11	Construction of cement concrete road		10.27	
12	Construction of cement concrete road		8.29	
13	Construction of C C Road		13.71	
14	Construction of cement concrete road		11.81	
15	Construction of cement concrete road		5.19	
16	Repairing of Bituminous Road		5.29	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
আমার অন্যতম মক্কেল, শ্রী যাদব পারুই পিতা সুভাষ পারুই, গ্রাম : বীরনগর, মধুগাছিপাড়া, পো : বীরনগর, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া দলিল নং ২৭৫৯ -১৯৮৬ সালের ২৩.০৮.২০২৪ তারিখে বীরনগর বাজারে আনুমানিক রাত ৮ টার সময়ে হারিয়ে গিয়েছে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিল বিষয়ে কোনও দাবি বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে জানান অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।
জয়দীপ মুখার্জি
(অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
ই-মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER
The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against Tender Reference No. :- AGP-II/e-Tender- 07/2024-25, Date : 27.08.2024 & Tender Reference No.:- AGP-II/e-Tender- 08/2024-25, Date : 27.08.2024 in this Gram Panchayat. Bid submission end date and time 06.09.2024 up to 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) – 09.09.2024 at 10.30 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনী এ্যান্ড হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড
আদিবর্ত্ম,পোঃ-নবগ্রাম,জেলা-হুগলী
সংশোধনী
সকল সদস্যের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, গত ইং ২৫.০৮.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি' তে "মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-21" - এর পরিবর্তে **"মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-2"** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য দুঃখিত ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং আপলোডিং-এর তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-ওটিআর-এইচপি-২৪, তারিখ ২৬.০৮.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যা বিকেল ৩টেয় খোলা হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ওয়াগন রিপেয়ার শপ, খড়গপুর-এর সিবিসি শাখায় ১০০ টন থেকে ২০০ টন হাইড্রলিক প্রেস মেশিনের একবারের মেরামতি। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ঃ** ১৮% জিএসটি সমেত ৯,৪৬,৭১৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৮,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-523)

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 440/GM/NIT/PWD/24-25,
Dated: 27/08/2024
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/ NIT-02(e)/ 24-25,DT:- 28/08/2024
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. **Name of the work:** (1) Laying paver block at Kankana Binodan Park in ward no.11 under Gobardanga **07/09/24**. For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

NIT No-15/SPS/EN/2024-2025,
Memo No-531/1(55) EN/SPS, Date -23/08/2024
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing-**24/08/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **24/08/2024 18:00 hours To-31/08/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **24/08/2024 18:00 hours To-31/08/2024 14:00 hours** Date for opening Technical Bid/Bids: **02/09/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল: agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com

৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৬৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') অনুষ্ঠিত হবে বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে, ২ মে ২০২৪ তারিখে ৬৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ লেনদেন সুবিধার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ('অ্যাক্ট') এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস') সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ এর সাথে পঠিত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে ("এমসিএ সার্কুলার") এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ০৭ অক্টোবর ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") দ্বারা জারি করা অনুযায়ী।

এমসিএ সার্কুলারগুলি এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে ৬৪তম এজিএম -এর নোটিস এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট কেবল ইমেল-যোগে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে ২৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি') নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড('সিডিএসএল') www.evotingindia.com -তে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতো) -র রুল ২০ এর সঙ্গেপঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি, সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার বন্দোবস্ত করবে সমগ্র রেজিলিউশন অনুযায়ী, কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে সিডিএসএল-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যার দ্বারা কোম্পানির সভ্যগণ ই-ভোটিং প্রদান করতে পারে ৬৪তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনে।

সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এজিএমের পূর্বে, রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) এবং মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ে কোম্পানির সভ্যগণ যারা কোম্পানির শেয়ার ফিজিক্যাল অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বুধবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ধরে রেখেছেন তারা তাদের ভোট প্রদান করতে পারেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তারপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যেসব সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। যে সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছিলেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-তে অংশ নিতে/ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাদের আর ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। যেসকল সভ্যগণ কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তারা এই বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র জানবার জন্য গ্রহণ করুন। যদি কোনও ব্যক্তি এজিএমের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে সংস্থার সদস্য হন তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখে বা তার আগে তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ অনুযায়ী ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিংয়ের বিশদ নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশ নেওয়া সদস্যদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

যে সকল সদস্যগণ ই -মেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপজিটরিগুলি-তে রেজিস্ট্রি না করিয়ে থাকেন তা পাওয়ার জন্য ই-ভোটিং-এর জন্য বিবরণ লগ ইনের জন্য ই-মেল আইডি নথিভুক্তির জন্য নিচের নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন :-

১. **ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য** : আপনারে অনুরোধ করা হচ্ছে যথাযথ ভাবে পূরণ করা আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং পছন্দের নমিনেশন (https://mdpl.in/form) শেয়ারধারীর স্বাক্ষর ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রত্যয়িত, একটি বাতিল চেকের পাতা আপনার নাম সম্বলিত, অ্যাকাউন্ট নং এবং আইএফএসসি কোড যেমন ছাপা রয়েছে পাঠান। কোনও কারণে চেকের পাতায় আপনার নাম ছাপা না থাকলে অতিরিক্ত ভাবে ব্যাঙ্কের পাসবুক/ ব্যাঙ্ক প্রতিবেদনে আপনার নাম উল্লেখকারী নথি অতিরিক্তভাবে অ্যাকাউন্ট নং এবং আইএফএসসি কোড সহ পাঠান। কোনও কারণে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে কোম্পানির আরটিএ-এর কাছে ই-মেল করতেপারেন mdpldc@yahoo.com
২. **ডিম্যাট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য** : সদস্যরা অনুগ্রহ করে আপনার ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(ডিপি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপি-র পরামর্শমতো প্রক্রিয়া অনুযায়ী আপনার ডিম্যাটঅ্যাকাউন্টেআপনার ই-মেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করুন।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠুভাবেপরিচালনার জন্য কোম্পানি শ্রী প্রবীন কুমার ড্রোলিয়া, সর্বক্ষণের কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (মেম্বারশিপ নং এফ ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২), কোম্পানির সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি স্টকএক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটঅর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেwww.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com তে স্থাপন করা হবে চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই।

এজিএমে যোগদান এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে শেয়ারহোল্ডারগণ দেখুন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন ("এফএকিউএস") এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল -এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এর হেল্প সেকশন অধীন থেকে অথবা ইমেল করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফৎলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশি মার্গ, লোয়ার প্যারেল (ইস্ট) মুম্বই-৪০০০১৩ বা ০২২-২৩০৫৮৫৩৮/৪২/৪৩ বা নিঃশশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

২ মে ২০২৪ তারিখ কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায়, ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে প্রতিটি ২ টাকা ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৬ টাকা করে ডিভিডেন্ড প্রদানের অনুমোদন করেছে প্রযোজ্য টিডিএস এবং আসন্ন ৬৪তম এজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে। কোম্পানি ঠিক করেছে বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ 'রেকর্ড তারিখ' হিসাবে নির্ধারণের জন্য উল্লিখিত লভ্যাংশের সদস্যদের যোগ্যতা এবং যদি এজিএমে অনুমোদিত হয় বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে উপযুক্ত সদস্যদের অর্থ প্রদান করা হবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং **A30926**
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৭ অগস্ট, ২০২৪

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 79, KOLKATA, WEDNESDAY
28 AUGUST 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৪

বিশাল হাতে ডুরান্ড ফাইনালে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাল ছাড়েনি মোহনবাগান। দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পরেও হাল ছাড়েনি তারা। যুবভারতীতে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে শেষ ৩০ মিনিট যে খেলাটা তারা খেলল তা দেখার মতো। ৫১ মিনিটে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল মোহনবাগান। দেখে মনে হচ্ছিল, হেরে মাঠ ছাড়তে হবে। সেখান থেকে সমতা ফেরাল তারা। খেলা গড়াল টাইব্রেকারে। সেখানে নায়ক আবার সেই বিশাল কাইথ। কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেমিফাইনালেও দলকে জেতালেন বিশাল। বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে উঠল মোহনবাগান।

দলকে জেতাতে যুবভারতী ভরিয়েছিলেন মোহনবাগান সমর্থকেরা। কিন্তু তাঁদের সামনে প্রথমার্ধে যে খেলাটা দল খেলল, তা দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথমার্ধের শেষ পাঁচ মিনিট বাদে বাকি সময়ের খেলা দেখে মনেই হল না কোনও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনালের প্রথম একাদশে ছ'টি বদল করেছিলেন কোচ হোসে মোলিনা। প্রথম থেকে মাঠে ছিলেন জেসন কামিংস ও দিমিত্রি পেত্রাতোস। তাতেও প্রথমার্ধে কাজের কাজ কিছু হল না।

প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলছিল বাগান। বেশির ভাগ সময় নিজেদের গোল বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকেন শুভাশিস বসু, টম অলড্রেডরা। দু'তিনটির বেশি সঠিক পাস হচ্ছিল না। কোনও পরিকল্পিত আক্রমণ হচ্ছিল না। মোহনবাগানের ছন্নছাড়া ফুটবলের সুবিধা পায় বেঙ্গালুরু। প্রথমার্ধে কয়েক বার বাগান গোলের সামনে পৌঁছে যায় তারা। ২৭ মিনিটের মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন শুভাশিস। ফলে বাগানের রক্ষণ আরও নড়বড়ে হয়ে যায়।

বেঙ্গালুরুকে এগিয়ে দেন সেই সুনীল ছেত্রী। এই মাঠেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি। সেই মাঠেই আবার গোল করলেন সুনীল। ৪৩ মিনিটের মাথায় বেঙ্গালুরুর বিনিথকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন মনবীর সিংহ। পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। গোল করতে ভুল করেননি সুনীল। পিছিয়ে পড়ার পরে কিছুটা তাগিদ দেখা যায় বাগান ফুটবলারদের মধ্যে। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে অনিরুদ্ধ থাপার ক্রস থেকে হেড করেন আলবের্তো রদ্রিগেস। বল পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায়। নইলে প্রথমার্ধেই সমতা ফেরাতে পারত বাগান। ভাগ্য সহায় না থাকায় পিছিয়ে বিরতিতে যায় তারা।

দ্বিতীয়ার্ধে আবার ভুল করে বাগান রক্ষণ। ৫১ মিনিটের মাথায় অলড্রেডের একটি ব্যাক পাস বার করতে গিয়ে মিস্ করেন গোলরক্ষক বিশাল কাইথ। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে যান বিনিথ। ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ভুল করেননি তিনি। বাধ্য হয়ে অলড্রেডকে তুলে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে নামান মোলিনা। নেমেই ম্যাচের সহজতম সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। বল বার করতে গিয়ে ভুল করেন বেঙ্গালুরুর গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু। ফাঁকা গোলে হেড করতে যান স্টুয়ার্ট। কিন্তু ঠিক মতো মাথায় বল লাগাতে পারেননি তিনি। ফলে বল গোলের বাইরে বেরিয়ে যায়।

সময় যত বাড়ছিল, বাগানের উপর তত চাপ বাড়ছিল। ৬৬ মিনিটের মাথায় ম্যাচে ফেরার সুযোগ পায় বাগান। বক্সের মধ্যে মনবীরকে জার্সি ধরে ফেলে দেন বেঙ্গালুরুর ডিফেন্ডার। পেনাল্টি পায় বাগান। গোল করতে ভুল করেননি পেত্রাতোস। কিন্তু ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যেতে হলে আরও একটি গোল দরকার ছিল বাগানের। বেঙ্গালুরুর কোচ ডিফেন্সে লোক বাড়িয়ে ফেলেন। ফলে আক্রমণ করলেও গোলের মুখ খুলতে পারছিলেন না কামিংসেরা।

সেই কাজটা করলেন থাপা। ৮৪ মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে ফিরতি বলে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ে জোরালো শট মারেন থাপা। ফুটবলারদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন গুরপ্রীত। কিছু করার ছিল না তাঁর। সমতা ফেরানোর পরে আরও গোল করার চেষ্টা করে বাগান। কিন্তু বাকি সময়ে আর গোল হয়নি। ফলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকার আবার নায়ক হয়ে ওঠেন বিশাল। সুনীলকে তুলে নেওয়ায় তিনি পেনাল্টি নিতে পারেননি। দু'দলের প্রথম তিন ফুটবলার গোল করতে ভুল করেননি। বলা ভাল, দুই গোলরক্ষক বিশাল ও গুরপ্রীতকে ভুল দিকে ঝাঁপাতে বাধ্য করেন তাঁরা। মোহনবাগানের হয়ে কামিংস, মনবীর ও লিস্টন এবং বেঙ্গালুরুর হয়ে মেন্ডেজ, ভেকে ও পেদ্রো গোল করেন। তার পরেই বিশালের জাদু। মোহনবাগানের পেত্রাতোস গোল করার পরে বেঙ্গালুরুর চতুর্থ রেফারি নিতে যান হোলিচরণ নার্জারি। তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন বিশাল। পরের শটে স্টুয়ার্ট গোল করলেই বাগান জিতে যেত। কিন্তু তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। তার পরেও দলকে বাঁচাতে পারেননি তিনি। জোভানোভিচের পঞ্চম শট বাঁচিয়ে দিয়ে দলকে ফাইনালে তোলেন বিশাল।

আরজি কর-কাণ্ডে আবার গর্জে উঠল গ্যালারি, সঙ্গী লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরজি কর-কাণ্ডের বিচারের দাবিতে টিফো দেখা গেল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। মঙ্গলবার ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসি। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে ম্যাচের শেষে টিফো প্রদর্শন করেন মোহনবাগান সমর্থকেরা।

আদালতের নির্দেশ মেনে মোহনবাগান- বেঙ্গালুরু সেমিফাইনাল শেষ হওয়ার পর সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা গ্যালারিতে টিফো প্রদর্শন করেন। তাতে লেখা ছিল, 'হাতে হাত রেখে এ লড়াই, আমাদের বোনের বিচার চাই!' এ দিনের টিফোতেও দেখা গিয়েছে কলকাতার দুই প্রধানের সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হওয়া সম্প্রীতির ছবি। খেলায় ব্যবহার করা হয়েছে সবুজ-মেরুন এবং লাল-হলুদ রং। দু'দিকে দু'টি মেয়ের ছবিতেও ছিল দুই প্রধানের জার্সির রং।

আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় গত ১৮ অগস্ট যুবভারতীতে ডুরান্ড কাপের ডার্বি আয়োজনের অনুমতি দেয়নি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ডার্বি বাতিলের প্রতিবাদ এবং আরজি কর-কাণ্ডের বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন কলকাতার তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডানের সদস্য-সমর্থকেরা। পরে ডুরান্ডের ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হলেও অশান্তির আশঙ্কায় মঙ্গলবার সেমিফাইনালে টিফো নিষিদ্ধ করেছিল বিধাননগর পুলিশ।

সোমবার বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, মঙ্গলবার যুবভারতীতে কোনও টিফো (ব্যানার, পোস্টার) নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পুলিশের সেই নির্দেশিকা চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ময়ূখ বিশ্বাস। বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়ে জানায়, টিফো নিয়ে মাঠে ঢোকা যাবে। কিন্তু সেই টিফো ভারী কোনও বস্তু দিয়ে তৈরি করা যাবে না। আরও বলা হয়, শুধু খেলা শুরুর আগে বা বিরতির সময় টিফো দেখানো যাবে। যাতে কোনও দর্শকের খেলা দেখতে অসুবিধা না হয়। সেই মতো খেলা শেষ হওয়ার পর টিফো প্রদর্শন করেন সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা।

আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হলেন ভারতীয় বোর্ডের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হলেন জয় শাহ। ২৭ অগস্ট, মঙ্গলবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। শাহ ছাড়া আর কেউ মনোনয়ন দেননি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন তিনি। শাহের নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। বিশ্বক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ চেয়ারম্যান হলেন শাহ। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এই দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।

ভারত থেকে এর আগে চার জন আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন। জগমোহন ডালমিয়া, শরদ পওয়ার, এন শ্রীনিবাসন ও শশাঙ্ক মনোহর বিসিসিআই থেকে আইসিসিতে গিয়েছিলেন। পঞ্চম চেয়ারম্যান হলেন শাহ। চলতি বছর ১ ডিসেম্বর থেকে নতুন দায়িত্ব নেবেন তিনি।

তৃতীয় বারের জন্য আইসিসির চেয়ারম্যান হতে চাননি গ্রেগ বার্কলে। নভেম্বর মাসে তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পরবর্তী চেয়ারম্যান কে

হবেন তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই জল্পনা চলছিল। দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন শাহ। তাতেই সিলমোহর পড়ল। আগামী ৬ বছর এই পদে থাকবেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের পরে এ বার বিশ্বক্রিকেটের শীর্ষে শাহ।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি শাহ। তিনি বলেন, তআইসিসির চেয়ারম্যান হয়ে আমি খুব খুশি। বিশ্ব জুড়ে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য আমি ও আমার দল কাজ করব। আমরা এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে ক্রিকেটের বিভিন্ন ফরম্যাটের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ক্রিকেটে নতুন নতুন প্রযুক্তিও আসছে। ক্রিকেটের বাজার আরও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেটকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করব আমরা।দ

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বারের জন্য বোর্ড সচিবের কার্যকাল শেষ হত শাহের। লোধা কমিটির সুপারিশ মেনে তার পরে তিন বছর কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হত তাঁকে। কিন্তু আইসিসির চেয়ারম্যান হওয়ায় সেই বিধিনিষেধ আর থাকল না। ছ'বছর পরে আবার সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেটের প্রশাসনে ফিরতে পারবেন শাহ।

প্যারিস অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী সম্মানিত, মনুর নামে শুটিং রেঞ্জ গোয়ালিয়রে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জয়ের স্বীকৃতি মনু ভাকেরকে। গোয়ালিয়রের জিওয়াজি ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের নতুন শুটিং রেঞ্জের নাম মনুর নামে রেখেছেন। এমন সম্মানে উচ্ছ্বসিত অলিম্পিক্স পদকজয়ী শুটার।

সোমবার শুটিং রেঞ্জের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সেই রেঞ্জের নাম অলিম্পিক পদকজয়ীর নামে রাখা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মনুকে ভিডিয়ো কল করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনিই মনুকে জানান, নতুন শুটিং রেঞ্জের নামকরণের কথা। মনুকে সম্মানিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ভিডিয়ো করে জ্যোতিরাদিত্য মনুকে বলেন, ''নতুন এই রেঞ্জ তৈরি করা হয়েছে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এবং ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টের উপযুক্ত করে।'' নিজের নামে শুটিং

রেঞ্জের কথা শুনে খুশি হয়েছেন মনুও।

ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে একটি অলিম্পিক্সে একাধিক পদক জিতেছেন মনু। প্যারিসে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর এবং সরবজ্যোৎ সিংহের জুটি ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। অলিম্পিক্সের পর থেকে খেলার জগতে দেশে অন্যতম জনপ্রিয় মনু। গোয়ালিয়রের নতুন রেঞ্জেও মনু চাইলে অনুশীলন করতে পারবেন।

এখনো টেস্ট খেলতে চান সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট খেলেছেন মাত্র ১টি। ওয়ানডে ক্যারিয়ারও যেমন-তেমন, খেলেছেন ৩৭টি ম্যাচ। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় আর দলে সুযোগও পাননি। এরপরও ক্রিকেট মহলে আলোচিত একটি নাম সূর্যকুমার যাদব। সেটা শুধু টি-টোয়েন্টি খেলেই। মাত্র একটি সংস্করণ খেলে এত আলোচনা খুব বেশ ক্রিকেটারকে নিয়ে হয়নি। অবশ্য এই আলোচনটা হয় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্সের কারণে।

সম্প্রতি জিতেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, পেয়েছেন ভারতের অধিনায়কত্বও। টি-টোয়েন্টি খেলে এত কিছু পাওয়ার পরও সূর্যর টেস্টের প্রতি ভালোবাসা কমেনি। বরং ৩৩ বছর বয়সেও আবার টেস্ট দলে ফেরার স্বপ্ন দেখছেন। লড়াই করছেন।

টেস্টে খেলার জন্য চলতি মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটের লাল বলের টুর্নামেন্টগুলোয় বাড়তি গুরুত্বও দিচ্ছেন সূর্যকুমার। মুম্বইয়ের হয়ে বুচিবাবু আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও খেলছেন।

এই টুর্নামেন্ট খেলতে এসে স্পোর্টস স্টারকে সূর্য বলেছেন, 'লাল বলের ক্রিকেটকে আমি সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি। মুম্বইয়ের ময়দানে যখন বেড়ে উঠেছি, অনেক লোকাল ক্রিকেট খেলেছি, শুরুটা হয়েছিল লাল বল দিয়েই। দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা তখনই তৈরি

হয়েছে, সেটা এখনো আছে। ১০ বছর ধরে প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছি, এখনো এই সংস্করণ খেলার স্বপ্ন লালন করছি। এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, সে কারণেই দুলীপ ট্রফির আগে আমি এখানে খেলছি।'

মুম্বাইয়ের হয়ে জম্মু-কাশ্মীরের বিপক্ষে মাঠে নেমেছেন সূর্য। এর আগে টেস্ট দলে জায়গা ফিরে পেতে লড়াই করার কথা জানিয়েছেন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক, 'মুম্বাইয়ের হয়ে খেলার জন্য আমি সব সময় সুযোগ খুঁজি, সেটা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট হোক কিংবা বুচি বাবু টুর্নামেন্টের মতো কিছু হোক। দেশের হয়ে খেলার আগে অনেক আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ই এই প্রতিযোগিতায় খেলেছে। অনেকেই (টেস্ট দলে) জায়গা অর্জনের জন্য অনেক কষ্ট করছে। আমিও ওই জায়গাটা আবারও পেতে চাই। টেস্টে ভারতের হয়ে অভিষেক হয়েছে আমার। এরপর আমি চোটে পড়েছিলাম। অনেক ক্রিকেটারই সুযোগ পেয়ে ভালো করেছে। এখন সুযোগটা তাদেরই প্রাপ্য।'

তিনি যোগ করে বলেছেন, 'আমাকে প্রয়োজন হলে, আমাকে তখন খেলতেই হবে। এটা তো আমার হাতে নেই। আমার নিয়ন্ত্রণে আছে বুচিবাবু টুর্নামেন্টে খেলা, এরপর দুলীপ ট্রফি খেলা, এরপর দেখা যাক কী হয়। তবে হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা করছি। সামনে ১০টি টেস্ট ম্যাচের সূচি আছে, অবশ্যই আমি লাল বলের মজা নেওয়ার জন্য রোমাঞ্চিত।'

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে এক ইনিংস ব্যাটিং করে সূর্য রান করেছিলেন ৮। সূর্যকুমার যাদব এরপর দল থেকে বাদ পড়েন। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ায় সূর্যকে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের ক্রিকেটার হিসেবেই ধরে নিয়েছেন সবাই।

টেনিস থেকে আর কী পাওয়ার আছে জোকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নোভাক জোকোভিচের ক্যারিয়ারে অপূর্ণতা বলতে ছিল অলিম্পিক টেনিসের সোনা জিততে না পারাটা। এ মাসের শুরুতে প্যারিসে সেই অপূর্ণতাও দূর করেছেন গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ে পুরুষ টেনিসের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা, পেশাদার ক্যারিয়ারে ৯৯টি ট্রফি জয়, অলিম্পিকে সোনা জয়, এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি সময় ১ নম্বরে থাকা জোকোভিচের টেনিস কোর্ট থেকে আর কী পাওয়ার থাকতে পারে!

তবে ভাববেন না আজ শুরু বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন থেকে কিছু পাওয়ার নেই সার্বিয়ান তারকার। টেনিস থেকে আর কী পাওয়ার আছে, সেটির উত্তর গত শনিবারই যেচে দিয়েছেন জোকোভিচ, 'মানুষ হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, তওই সোনালি পদকটা গলায় তোলার পর তো বাস্তবিক সবকিছুই জিতে গেছেন, আর কী জেতার আছে?দ তাড়নাটা আমার এখনো আছে। আমার এখনো লড়াই করার মানসিকতা আছে। আমি এখনো চাই আরও ইতিহাস গড়তে, আর চাই ট্যুরটা উপভোগ করতে।'

খেলাটা যখন টেনিস, আর নামটা যখন জোকোভিচ;যেকোনো টুর্নামেন্টের আগে ধরেই নেওয়া যায়, কোনো না কোনো ইতিহাস

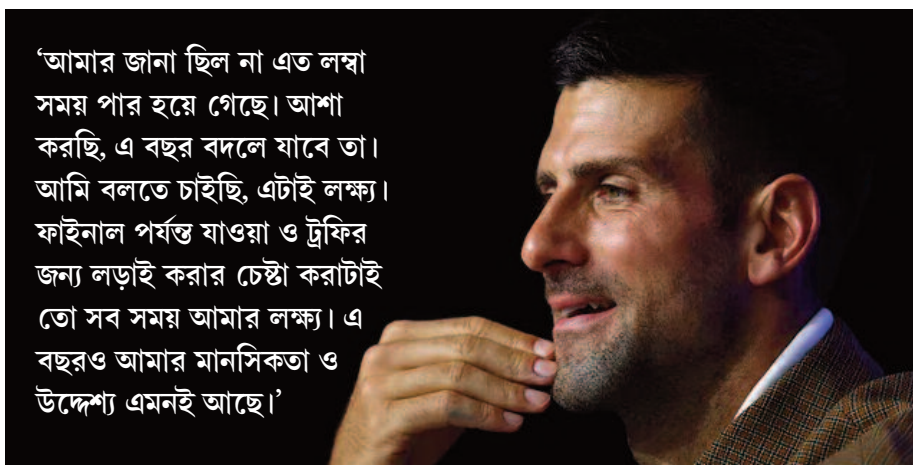

ডাকছে তাঁকে। এবারের ইউএস ওপেনটাও ব্যতিক্রম নয়। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লামটা জিতলেই যে ইতিহাস। ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নারী-পুরুষ মিলিয়েই সর্বকালের সেরা হওয়ার সুযোগ ৩৭ বছর বয়সী জোকোভিচের। সেই অভিযানে বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকালে প্রথমবার কোর্টে নামবেন জোকোভিচ। এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ২ নম্বর খেলোয়াড়ের প্রথম রাউন্ডের প্রতিপক্ষ ১৩৮ নম্বর খেলোয়াড় রাদু আলবোত।

'ছোট' আরেকটি কীর্তি গড়ারও সুযোগ আছে জোকোভিচের। সেই কীর্তিটি টানা দুবার ইউএস ওপেনের পুরুষ একক জয়ের। সর্বশেষ যে কীর্তি গড়েছিলেন টেনিসের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় রজার ফেদেরার। ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সুইস তারকা টানা পাঁচবার ইউএস ওপেন জয়ের পর আর কেউ ফ্ল্যাশিং মিডোতে টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি।

এরপর কেটে গেছে ১৬ বছর। বছরের সংখ্যাটা নিয়েই একটু বিস্মিত হলেন জোকোভিচ, 'আমার জানা ছিল না এত লম্বা সময় পার হয়ে গেছে। আশা করছি, এ বছর বদলে যাবে তা। আমি বলতে চাইছি, এটাই লক্ষ্য। ফাইনাল পর্যন্ত যাওয়া ও ট্রফির জন্য লড়াই করার চেষ্টা করাটাই তো সব সময় আমার লক্ষ্য। এ বছরও আমার মানসিকতা ও উদ্দেশ্য এমনই আছে।'

অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতার জন্য যাঁর খ্যাতি, সেই জোকোভিচ গত বছর ইউএস ওপেন জয়ের পর আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি গ্র্যান্ড স্লামে। ইউএস ওপেনের মতো বছরের প্রথম তিনটি গ্র্যান্ড স্লামেই '২৫ '-কে সামনে রেখে শুরু করেছিলেন জোকোভিচ। '২৫' যে এখনো পেলেন না জোকোভিচ, তাতে 'অবদান' ছিল চোটেরও। হাঁটুর চোটের কারণে ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, এরপর অস্ত্রোপচার করিয়ে মাস না যেতেই উঠে যান উইম্বলডনের ফাইনালে। সেখানে অবশ্য কার্লোস আলকারাজের কাছে হেরে যান জোকোভিচ। তবে তিন সপ্তাহ পর অলিম্পিকের ফাইনালে সেই আলকারাজকে হারিয়েই সোনার পদকটি জিতেছেন সার্বিয়ান তারকা।

যাকে হারিয়ে অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন জোকোভিচ, সেই আলকারাজও ইউএস ওপেন শুরুর আগে বললেন, জোকোভিচের পথেই হাঁটতে চান তিনি। ২১ বছর বয়সেই চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'জোকোভিচ ক্যারিয়ারজুড়ে যা করে এসেছেন, আমি সেটিই অনুসরণ করতে চাই। সেটি হলো প্রতিনিয়ত তাঁর নিজেকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া, কোর্টে নিরন্তর নিজের সেরাটা দেওয়া।'

এবারের ইউএস ওপেনের ড্রতে জোকোভিচ ও আলকারাজ পড়েছেন বিপরীত অর্ধে। যার অর্থ, ফাইনালের আগে দুজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জোকোভিচের সঙ্গে ফাইনালের আগে দেখা হওয়া সম্ভব নয় শীর্ষ বাছাই ইয়ানিক সিনারেরও।

তবে কে প্রতিপক্ষ হবে, সেটি নিয়ে না ভেবে জোকোভিচ মুখিয়ে আছেন গ্র্যান্ড স্লামে আরেকবার সর্বস্ব নিংড়ে দিতে, 'গ্র্যান্ড স্লামগুলোই আমাদের খেলাটার স্তম্ভ। এগুলোই টেনিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ইভেন্ট। তাই আপনি যদি গ্র্যান্ড স্লামে সেরা টেনিস খেলতে নিজেকে উদ্দীপ্ত না করতে পারেন, তবে আর কোথায়বা করবেন।'

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ছাঁটাই করা হবে খেলতে না পারা পাক ক্রিকেটারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ঘোষণা। এর আগে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এই পদ্ধতির মাধ্যমে দল বেছে নিয়েছিল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মোহসিন নাকভি জানালেন, যে ক্রিকেটারেরা খেলতে পারছেন না, তাঁদের বাদ দেওয়ার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম বার টেস্ট হেরেছে পাকিস্তান। তার পরেই নাকভি বলেন, নির্বাচক কমিটির কাছে ক্রিকেটার বেছে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প নেই। সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমাদের এটার সমাধান করতে হবে। কিন্তু কী ভাবে করব তা জানি না। পুরো পদ্ধতিটাই ঘেঁটে আছে। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স কাপের আয়োজন করেছি। সেখানে অনেক নতুন প্রতিভা পাওয়া গিয়েছে।

পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের সংযোজন, চ্যাম্পিয়ন্স কাপ আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটকে শক্তিশালী করবে। সেখানে ১৫০ জন ক্রিকেটার খেলবে। নির্বাচকদের কাছে অনেক জন ক্রিকেটার থাকবে বেছে নেওয়ার জন্য। অনেকে বলে, এখনই চার-পাঁচ জন ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে দিতে। কিন্তু বাদ দিতে হলে

তো আরও ভাল কাউকে প্রয়োজন। ১৫০ ক্রিকেটারের মধ্যে ৮০ শতাংশকে বেছে নেওয়া হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। বাকি ২০ শতাংশ বেছে নিয়েছেন নির্বাচকেরা।দ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ শেষ হবে সেপ্টেম্বরে। সকলের রেকর্ড দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যিনি খেলতে পারবেন না, তাঁকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নাকভি।

ইংল্যান্ডের মহিলা দলের ক্রিকেট কোচ প্রথম বার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন দল বেছে নেওয়ার জন্য। ইংল্যান্ডের মহিলা দলের কোচ জন লুইস। তিনি বলেছিলেন একটি ম্যাচের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ রকমের দল বাছতে পারে এই প্রযুক্তি। আগে দেখে নিই কোন দলের বিরুদ্ধে খেলা। তার পর আমার কী প্রয়োজন তা ওই প্রযুক্তিকে জানিয়ে দিই। ভারতে মেয়েদের আইপিএলে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় এই প্রযুক্তির কথা জানতে পারি। আমার মনে হয়েছিল যে ইংল্যান্ড দলের ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি উপযোগী।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**